The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.org

টক ঝাল মিষ্টি

বিমল মিত্র

www.BanglaBook.org

টক-ঝাল-মিষ্টি

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

টক-ঝাল-মিষ্টি

বিমল মিত্র

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭

www.BanglaBook.org
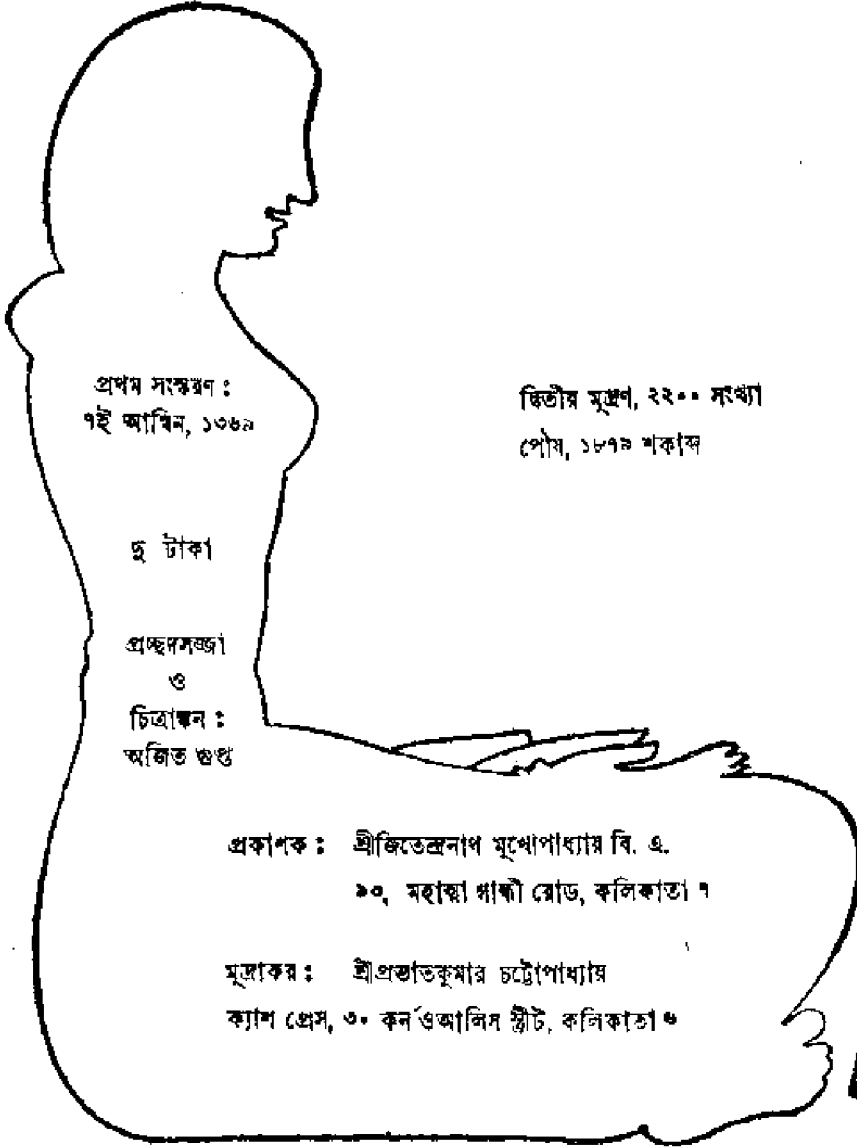
প্রথম সংস্করণ :
৭ই আশ্বিন, ১৩৬৯

দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২২০০ সংখ্যা
পৌষ, ১৮৭৯ শকাব্দ

দু টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা
ও
চিত্রাঙ্কন :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি. এ.
১০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়
ক্যাশ প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

বাঘমারির ভিটে

তোমরা যদি কখনও মাজদিয়া ইস্টিশানে নেবে হাঁটা-পথে সোজা দক্ষিণ মুখো যাও, ভাজনঘাট আর নোনাগঞ্জ পেরিয়ে, খাঁটরোর বিল পার হয়ে পেঁপুলবেড়ের আমবাগান পার হও, ওই পেঁপুলবেড়ে আর ফতেপুরের মাঝখানে যে মাঠটা পড়বে, ওইখানে কৃষ্ণা-চতুর্দশীর রাতে হঠাৎ শুনতে পাবে বাঘের ডাক। আশেপাশে কোথাও জঙ্গল নেই, শুধু ধুধু করা মাঠ। বাঘ থাকবার কোনও জায়গাই নেই—তবু বাঘের ডাকে তোমরা চমকে উঠবে। ভয় পাবে। কিন্তু ভয় তোমরা পেও না। ও বাঘ নয়, কিছু নয়। তোমরা শুধু ভেবো ওই বাঘের ডাকের পেছনে এক রহস্য লুকিয়ে আছে। ও এক বহু শতাব্দী আগের রহস্য। ও বাঘমারির ভিটের রহস্য।

অনেক কাল আগের কথা। মুর্শিদকুলি খাঁ তখন বাঙলার নবাব। পোর্তুগীজরা বাঙলার নদীপথে ডাকাতি করে বেড়ায়। বাঙলার জায়গায় জায়গায় তখন নানা রাজা নানা জমিদারের প্রতাপ। কেউ কাউকে মানে না। রাত্তির বেলা রাস্তা চলতে ভয় করে। টাকা-কড়ি নিয়ে পথ-চলা বিপদ। এ সেই যুগের কাহিনী।

পতিরামের ভিটে ছিল ওইখানে। একদিন পতিরামের কী খেয়াল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলো—বলা নেই কওয়া নেই, নিস্তারিণী আর তার এক বছরের ছোট ছেলে রাখোহরিকে রেখে বেরিয়ে পড়লো যেদিকে দু'চোখ যায়। চোর ডাকাতের রাজ্যি। কোথায় মানুষটা গেল! প্রাণে বেঁচে আছে কিনা কে জানে—বছরের পর বছর কেটে গেল। তবু নিস্তারিণী সকাল-বিকেল সন্ধ্যেয় রাস্তার দিকে চেয়ে বসে থাকে। আর রাখোহরিকে কোলে করে চোখের জল মোছে।

বছর ছয়েক পরে ভর-সন্ধ্যে বেলা হঠাৎ পতিরাম একদিন বাড়ি এসে হাজির! বড় বড় গোঁফ দাড়ি হয়ে গেছে। চেনাই যায় না। বলে—ফিরে এলাম কামরূপ থেকে—

নিস্তারিণী বলে—এমন ভাবিয়ে তুলেছিলে—একটা খবর নেই, কিছু নেই—শুনিতো কামরূপে গেলে নাকি ভেড়া-ছাগল করে রাখে—তুমি যে প্রাণে বেঁচে ফিরেছ, এই সর্বমঙ্গলার দয়া—

পতিরাম বলে—ভেড়া ছাগল আমাকে করবে কি ছোট বউ, আমিই কত মন্তর-তন্তর শিখে এসেছি—মন্তরের চোটে পাখি হয়ে উড়তে পারি, কুমীর হ'য়ে জলে ডুবতে পারি—গাছে চড়ে গাছ ওড়াতে পারি—

যা'হোক, সর্বমঙ্গলার মন্দিরে পুজো দিয়ে এলো নিস্তারিণী। ভালোয়-ভালোয় যে মানুষটা বাড়ি ফিরে এল এই যথেষ্ট। রাখোহরিকে পতিরামের কাছে রেখে গেল। সাত বছরের ছেলে রাখোহরি। যখন বাড়ি ছেড়ে যায়, তখন রাখোহরি এই এতটুকুন। পতিরাম ছেলে নিয়ে পাড়া বেড়াতে বেরুল।

তার পরদিন থেকে বাড়িতে লোক আর ধরে না। এ বলে—মন্তর শিখিয়ে দাও, ও বলে—অসুখ সারিয়ে দাও। হাতে আসতেও লাগলো দু'পয়সা, নবীন পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি হলো রাখোহরি। এখন অবস্থা ভালো হয়েছে। জল-পড়া, চাল-পড়া দিয়ে লোকে কলাটা-মুলোটা, টাকাটা-সিকেটা দেয়। ভিটের সামনে চণ্ডীমণ্ডপ উঠলো। পেছনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org
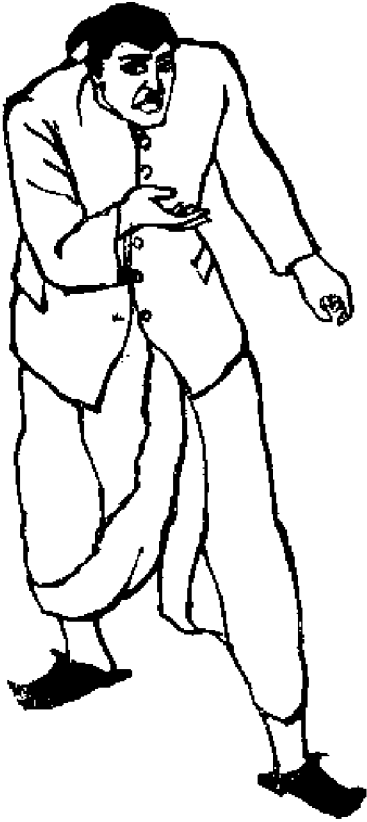
কবিরাজ

ঢেঁকিশাল হলো। বাড়ির উঠোনে পাতকো কাটানো হলো। নিস্তারিণীর সুখ দেখে কে! কিন্তু সুখ তার বেশীদিন বুঝি থাকে না।

একদিন নিস্তারিণী বললে—সবাই বলছিল—তুমি নাকি ইচ্ছে করলে বাঘ হতে পারো—

পতিরাম বললে—খবরদার, অমন কথা বলো না ছোট বউ—শেষে ভয়ে আঁতকে উঠে সে-এক ভীষণ কাণ্ড করে বসবে তোমরা, তখন আমার সামলানোই দায় হয়ে উঠবে—তাছাড়া রাখো শুয়ে আছে ঘরে—ছোট ছেলে যদি ভয় পায়—

রাত বোধ হয় দেড় প্রহর। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিস্তারিণী ঘরে এসেছে। রাখোহরি বিছানার একপাশে শুয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু নিস্তারিণীর উপরোধ-অনুরোধ শেষ পর্যন্ত এড়ানো গেল না। নিস্তারিণী যে জীবনে কখনও বাঘ দেখেনি!

পতিরাম বললে—তা'হলে হু'টো পেতলের ঘটি আনো—

হু'টো ঘটিতে জল ঢেলে মন্তর পড়ে দিলে পতিরাম।—এই ঘটির জলটা আমার গায়ে ঢাললে আমি বাঘ হয়ে যাবো আর এই ঘটির জলটা আমার গায়ে ঢাললে আবার মানুষ হয়ে উঠবো।—খুব সাবধান ছোট বউ—

www.BanglaBook.org

তারপর তাই হলো। সে এক বীভৎস ব্যাপার!

দেখতে দেখতে সেই চালা-ঘরের ভেতর প্রকাণ্ড একটা এগারো হাত সুন্দরবনের বাঘ দাঁড়িয়ে উঠলো—গায়ে বড় বড় ডোরা ডোরা দাগ—ইয়া গোঁফ, ইয়া বড় বড় গোল-গোল চোখ, জিব বের করে লক্ লক্ করতে লাগলো—আর ল্যাজটা পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরে ছাদের দিকে উঠতে লাগলো—

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আঁতকে উঠে নিস্তারিণী অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল সেইখানে—

তারপর সর্বনাশ! নিস্তারিণীর চীৎকারে রাখোহরিরও ঘুম ভেঙে গেছে। সেও বিছানার ওপর উঠে দেখে—বিরাট একটা বাঘ। বাঘ দেখে সেও পালাতে গেল। কিন্তু পালাতে গিয়ে মন্ত্রপড়া জলের ঘটিটা তার পায়ে লেগে উল্টে পড়ে গেল।

পতিরামের চোখ দু'টো তখন জ্বলছে। রাগে নয় ভয়ে। সেই অবস্থায় আর কোন উপায় নেই মানুষ হয়ে উঠবার। নিস্তারিণী তখনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। রাখোহরিরও সেই অবস্থা। ভয়ঙ্কর একটা বুক-ফাটানো চীৎকার করে উঠলো পতিরাম। সে-চীৎকারে আশপাশের পাড়াপড়শীরা সবাই ছুটে এল। বাঘ এসেছে নাকি ওদের বাড়িতে! লাঠি সড়কি বল্লম রাম-দা যার যা অস্ত্র আছে নিয়ে এল। কিন্তু ততক্ষণে চোখের পলকে পতিরাম ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। ভিটে পার হয়ে সোজা রাস্তা ধরে ছুটতে লাগলো। পেঁপুলবেড়ের আমবাগানের ধারে খাঁটরোর বিলের দু'পাশে ঘন জঙ্গল—সেইখানে গিয়ে ঢুকে পড়লো পতিরাম।

পাড়ার লোক সবাই এসে জিজ্ঞেস করলো—কী হলো গা—

তখন জ্ঞান হয়েছে নিস্তারিণীর। সমস্ত অবস্থাটা বুঝতে পারলে। কিন্তু সর্বনাশ হয়েছে তার। কেন সে বাঘ দেখবার জন্যে অমন পেড়াপীড়ি করলে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org
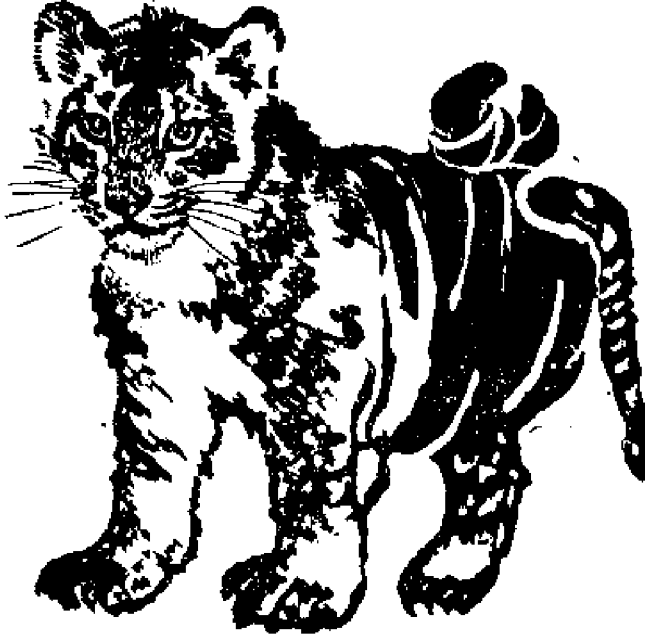
পতিরাম

তারপর সেইদিন থেকে আবার দুঃখের দিন শুরু হলো। নিস্তারিণীর হাতের পয়সা ফুরিয়ে এল।

ওদিকে খাঁটরোর পথে বাঘের উপদ্রবে লোকে আর চলতে পারে না। কেষ্ট চাঁড়ালের ষাঁড়টাকে একদিন পাওয়া গেল না আর। কাছারির সেপাই রামভদ্র ভোর রাত্তিরে নোনাগঞ্জের হাটে যাচ্ছে, হঠাৎ পেছন থেকে কে ঝাঁপিয়ে পড়লো পিঠের ওপর। ছাগলগুলোকে ওদিকে চরাতে নিয়ে যাওয়া বিপদ।

এদিকে নিস্তারিণীর আর চলে না। এর ওর কাছ থেকে হাত পেতে নিতে হয় কলাটা-মূলোটা। নইলে রাখাহরিকে তো মানুষ করতে হবে। তবু নিস্তারিণী সিঁথির সিঁদুর হাতের শাঁখা নোয়া ফেলেনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাড়ার বৌ-ঝিরা এসে বলে—সধবা মানুষ তুমি—কেন থান পরবে বাছা—সোয়ামী তো তোমার বেঁচেই রয়েছে—শুধু…

নবাবের সুবেদার আর ফৌজদারের কাছে খবর গেল। সবাই বললে—এমন করে অত্যাচার চললে আর তো পারবো না বাঁচতে—এতো বাঘ নয়, মানুষ-বাঘ যে—। ফৌজদার মহম্মদ জান্ সেপাই পাঠালে। কিন্তু সারা জঙ্গল ঘিরেও কাউকে পেলে না তারা। এ তো আর সোজা বাঘ নয়—এ বাঘ যে মন্তর জানে।

কিন্তু রাত্তির বেলা যখন সবাই ঘুমে অচেতন, খাঁটিরোর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে পতিরাম। রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে এসে পৌঁছয় নিজের ভিটেয়। ভিটের পেছনে ঢেঁকিশাল। সেখানে ঢেঁকিতে উঠে পাড় দেয়। নিস্তারিণী এতরাত্রে ঢেঁকির শব্দ শুনে ঢেঁকিশালে এসে দেখে—বাঘ। বাঘ কিছু বলে না। চুপ চাপ দাঁড়িয়ে থাকে নিস্তারিণীর দিকে চেয়ে। কোনদিন একটা বিরাট পাকা কলার কাঁদি এনে ফেলে দিয়ে যায়। কোনদিন একটা মরা পাঁঠা। ওদের ঘরে চাল নেই—খাবার নেই। বাঘ এসে খাবার জুগিয়ে দিয়ে যায়। ভোরের আকাশ ফরসা হবার আগেই কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় দেখতে পায় না কেউ। নিস্তারিণী চোখের জল রাখতে পারে না। ফিরে এসে রাখোহরিকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

এমনি করে দিন চলে।

এদিকে বর্গীর হাঙ্গামা শুরু হয়েছে দেশে। কোথা থেকে হঠাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে বর্গীরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। লুঠপাট করে গ্রাম। ক্ষেত-খামার লোপাট করে নিয়ে যায়। সে-কদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে কাটায় সবাই। বড় অশান্তিতে কাটে জীবন। ওদিকে নবাবের খাজনা আদায়, খাঁটিরোর জঙ্গলে বাঘের উপদ্রব, আর তার ওপর এল বর্গী!

কিছু বড় হয়েছে রাখোহরি। কিন্তু রাখোহরির এমন এক কঠিন অসুখ হলো, সারে না আর কিছুতেই। ছেলে শুকিয়ে প্যাকাটির মত

www.BanglaBook.org

হয়ে যাচ্ছে। ওষুধ পথ্য কিছু গলে না গলা দিয়ে। সিধু কবিরাজ বড়ি খাইয়ে খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল অনেকদিন। আর বুঝি বাঁচানো যায় না।

সেপাই

বাঘ রোজ আসে। ঢেঁকি-শালে এসে ঢেঁকিতে পাড় দেয়। আর নিস্তারিণী ছেলের রোগশয্যা ছেড়ে উঠে আসে। মনের কথা সব খুলে বলে আর ঝরঝর করে কাঁদে। বাঘ সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শোনে। কিন্তু কথা বলবার ক্ষমতা নেই। চুপ করে শোনে—আর তারও বুঝি ছেলের অসুখে বুকটা কেঁপে কেঁপে ওঠে—ল্যাজটা পাকায় কেবল থেকে থেকে।

সেদিন সিধু কবিরাজ বললে—বাঘের চর্বি যোগাড় করতে হবে—বুকে মালিশ না করলে আর বাঁচাতে পারা যাবে না—কফ্ বসে গেছে বুকে—

কিন্তু কে আনবে বাঘের চর্বি কিনে। কবিরাজ নিজেই আনতে পারছে না। বর্গীর যা হাঙ্গামা বেধেছে, ঘর থেকে কেউ বেরুতেই চায় না। নোনাগঞ্জে গেলে হয়ত কিনতে পাওয়া যাবে। কিন্তু সে তো এখান থেকে মাইল দশেক রাস্তা। পথে বাঘের উপদ্রব আছে, ইছামতীতে পোর্তুগীজ ডাকাতরা আছে, তারপর আছে বর্গী! কেউ আনতে রাজী হলো না।—নিস্তারিণীর ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হলো—

সেদিন কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত। বাঘ তেমনি এসে ঢেঁকিশালে দাঁড়াল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিস্তারিণী শব্দ পেয়েই এল। সিধু কবিরাজের কথা বললে—। কোনও উপায় নেই। রাখোহরিকে বুঝি এবার বাঁচানো গেল না গো—

নিস্তারিণী শেষকালে বললে—তুমি যাও এবার, ভোর হয়ে আসছে—

বাঘ কিন্তু নড়লো না। ঢেঁকিশালে থাবা রেখে তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর হঠাৎ একবার আর্তনাদ করে উঠলো।—একবার, দু'বার, তিনবার। পাড়াপড়শী সবাই-এর ঘুম ভেঙে গেছে।

নিস্তারিণী বললে—করছো কী, সর্বনাশ করছো আমার—এখনি যে ফৌজদারের সেপাইরা ছুটে আসবে গো—দেখতে পেলে আর আস্ত রাখবে না তোমাকে—

যা' বলা তাই হলো।

খবর পেয়ে এল চারিদিক থেকে সবাই। সেপাই এল গাদা বন্দুক নিয়ে। কিন্তু কী যে বাঘের গোঁ। লোকজন দেখেও পালাল না। ঠায় সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাঁক গাঁক করে চীৎকার করতে লাগলো।

তারপর তেমনি ভাবেই সেপাই গুলী করলে বাঘটাকে। লুটিয়ে পড়ল বাঘটা ঢেঁকিশালে। রক্তে ঢেঁকিশাল ভেসে গেল। নিস্তারিণীও সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গেছে। তা হোক্। নিস্তারিণী একসময় সুস্থও হয়ে উঠলো। স্বামীর শোক রাখোহরির মুখের দিকে চেয়ে ভুলতে লাগলো। শাড়ী ছেড়ে থান ধুতি পরলো নিস্তারিণী। সিঁথি থেকে সিঁদুর মুছে ফেললে, হাতের শাঁখা নোয়া খুলে ফেললে।

আর তারপর? তারপর—লোকে বলে—সেই বাঘের চর্বি বুকে মালিশ করে রাখোহরিকে সিধু কবিরাজই বাঁচিয়ে তুললে তার দিন পনরো পরে।

কিন্তু তারপর কত শতাব্দী কেটে গেছে। মুর্শীদকুলী খাঁ, সিরাজদ্দৌল্লা, লর্ড ক্লাইভ—কত লোক এল গেল। তবু আজো কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওখানে বাঘের ডাক শোনা যায়। তোমরা যদি কখনও মাঝদিয়া স্টেশনে নেবে হাঁটাপথে সোজা দক্ষিণ মুখো যাও, ভাজনঘাট আর নোনাগঞ্জ পেরিয়ে, খাঁটরোর বিল পার হয়ে, পেঁপুলবেড়ের আমবাগান পার হও, ওই পেঁপুলবেড়ে আর ফতেপুরের মাঝখানে যে-মাঠটা পড়ে, ওইখানে অন্ধকার কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাতে হঠাৎ শুনতে পাবে বাঘের ডাক। তোমরা হয়ত বাঘের ডাক শুনে চমকে উঠবে, ভয় পাবে। কিন্তু ভয় পেও না। ও বাঘ নয়, কিছু নয়। ভেবো ওই বাঘের ডাকের পেছনে এক রহস্য লুকিয়ে আছে। ও এক বহু শতাব্দী আগের রহস্য। ও ওই বাঘমারির ভিটের রহস্য···

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ছারপোকা-জাতির কর্মবীর

রাত্রে আমি আর সুখলাল এক তক্তপোশে শুয়ে থাকি। সুখলাল বেচারা সারাদিন রিক্‌শা টেনে এমন ক্লান্ত থাকে যে চোখজোড়া খুলে থাকবার পর্যন্ত ধৈর্য থাকে না তার। আমি তখন আস্তে আস্তে পাশে যাই। সুখলাল টের পায় না। আস্তে আস্তে গলার কাছে মুখটা নিয়ে যাই, তারপর নিজের কাজ সেরে পেটটি ভরে আবার নিজের ফুটোটির মধ্যে ঢুকে পড়ি।

সুখলালের খাটিয়াটা নতুন। এখনও আমাদের দলের কেউ টের পায়নি। যতদিন টের না পায় ততদিন ধরা পড়বার ভয় নেই। মা থাকে পাশের আর একটা খাটিয়ায়। মাঝে মাঝে দিনের বেলা মা'র সঙ্গে দেখা হয়। বলে—কীরে, ভাল আছিস্?

বলি—খাসা আছি মা, আমার জন্যে ভাবতে হবে না—

আমার এক বোন ছিল, ভারি বোকা। শাস্ত্রে আছে—অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। লোভের জন্যেই অকালে প্রাণ হারাতে হোল তাকে। আর সাহস। সাহসও কম ছিল না। দিনের বেলায়, লোকজন ঘোরা-ফেরা করছে তখন পাড়া বেড়াতে যাওয়া। কেন, রাত্রে বেরুলেই হয়। যখন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org
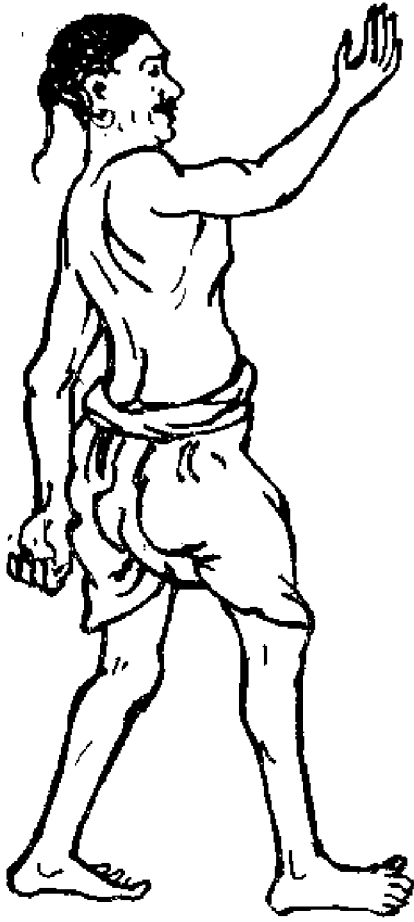
সুখলাল

লোকেরা সব অকাতরে ঘুমোয়, তখন যত খুশি বেরোও, কেউ কিছু বলবে না। মরলোও সেই জন্যে।

কিন্তু আমার এত সুখ কারোর সহ্য হোল না। চারদিক থেকে লোভী দৃষ্টি পড়লো। তারা বললে—তুমি একা বসে বসে একছত্র রাজত্ব করবে এ সে-যুগ নয়। এখন গণতন্ত্রের যুগ। সাম্যবাদের যুগ। যদি সবার সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে পারো তবেই থাকো, সবাইকে সন্তুষ্ট করে সবাইকে সুখের ভাগ দিয়ে তোমায় থাকতে হবে। বোঝ যুক্তি! কি আর করবো। সবাই এল। একেবারে পাল পাল বাচ্ছা কাচ্ছা নিয়ে সুখলালের খাটিয়ায় এসে হাজির হোল। সুখলালকে যেন একটু বিরক্ত মনে হোল। বেচারা সারাদিন খেটে খুটে আসে রাত্রে, অত অত্যাচার সইবে কেন! আমি একবার প্রস্তাব করলাম যে, এস সবাই পাঁচ মিনিট করে আমরা ভোগ করি। অর্থাৎ সবাই সমান ভাগ পাবে। আমরা রাত বারোটা থেকে 'কিউ' ক'রে দাঁড়িয়ে একের পর একজন করে খাই। কিন্তু সবাই আগে ভাগে কাড়াকাড়ি করে খেতে যাবে। শেষে যা হবার তাই হোল। একদিন মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল সুখলালের। ল্যাম্পোটা জ্বাললে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জ্বেলে বিছানার কাছে নিয়ে এল। বললে—উঃ কী ছারপোকারে বাবা—

বালিশ, শতরঞ্চি সব উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলো। সে এক অরাজক অবস্থা। যা ভয় পেয়েছিলাম আমি। ভয় হবে না? শক্তিতে আমরা মানুষের সঙ্গে পারবো কেন! একটা বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপলেই অক্কা। দু' একজন ধরা পড়ে গেল। ঠিক সময়ে পালাতে পারেনি। বাঁচোয়া যে আর সবাই খাটিয়ার ট্রেঞ্চের মধ্যে লুকিয়ে পড়লুম। নেহাত সুখলালের খুব ঘুম পেয়েছিল তাই আর জ্বালালে না। সে রাত্রের মত আমরা বেঁচে গেলুম। কিন্তু আমি আর নিশ্চিন্ত হতে পারলুম না। একবার যখন টের পেয়েছে, তখন আর বেশী দিন শান্তিতে থাকতে পারা যাবে না।

মা আমাকে প্রায়ই বলতো—বেশী অত্যাচার কোর না, নইলে নিরীহ বেরাল, সে-ও বিপদে পড়লে থাবা উঁচিয়ে দাঁড়ায়—সইয়ে সইয়ে রক্ত খাবে—

তা বটে, অত্যাচার সহ্য করতে করতে যখন তা সহ্যের শেষ সীমা অতিক্রম করে যায় তখন নিরীহ মানুষরাও মারমুখো হয়ে উঠে। মা অনেক দেখেছে, অনেক শুনেছে। মার কাছে অনেক গল্প শুনলাম। এই এ-দেশের লোকেরাও নাকি এককালে সাহেব দেখলেই সেলাম করতো। ভক্তিতেও বটে ভয়েও বটে! পোশাকে, চলায়, বলায় সাহেবের অনুকরণ করতো। মা বলে—সে সব দিন আর নেই—

ভয়ও হোল বিরক্তিও হোল। দূর ছাই, ওই সব অপোগণ্ডদের জন্যেই তো আমাদের সমস্ত ছারপোকা জাতটার নামে বদনাম। এই যে লোকে এখন ছারপোকার নাম শুনলেই ভয়ে আঁতকে ওঠে, যেন বিছে না সাপ, এর জন্য দায়ী ওই সব আহাম্মকেরা। এখন মানুষ চালাক হয়েছে, কত রকমের অস্ত্র বার করেছে আমাদের মারবার জন্যে। মা বলে—আমাদের মারবার কত রকম সব তেল, কত রকম ওষুধ বেরিয়েছে, কাগজে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাকি হাজার হাজার টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন দেয়। যারা তা তৈরী করে, তারা অগাধ বড়লোক হয়ে গেছে!

এখনও সময় আছে। এখনও যদি সাবধান হওয়া যায় তা হ'লে হয়ত আমাদের জাতি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাবে। আবার আমাদের অধঃপতিত ছারপোকা-জাতি প্রাণী-জগতের উচ্চ শিখরে······যাক্ গে সব বাজে কথা।—

সেই রাত্রেই ঠিক করলাম আমি গৃহত্যাগ করবো—ছুর্জনদের সংস্রব ত্যাগ করবো।

খুব ভোর বেলা সুখলাল ঘুম থেকে ওঠে। আমি আরও আগে উঠেছি। সুখলাল শয্যা ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে আমি তার পোশাকে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। মাকেও জানাইনি, নইলে মা হয়ত আমার গৃহত্যাগের খবর পেয়ে বাধা দেবে কিংবা কান্নাকাটি করবে; কাজ কী ঝঞ্ঝাটে! গৌতম, চৈতন্য সবাই গৃহত্যাগ করেছিলেন স্ত্রীরও অজ্ঞাতে!

সুখলাল সকালবেলাই রিক্‌শা নিয়ে বেরোয়।

সুখলাল যখন রিক্‌শা পরিষ্কার করছে তখন এক ফাঁকে রিক্‌শার গদিতে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। সুখলালের ময়লা খোলার চালের ঘর থেকে এ অনেক স্বাস্থ্যকর জায়গা। সুখলালের ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে ঘরের মত নয়। চমৎকার লাগলো আমার। কত দেশ ঘুরি রিক্‌শায় চড়ে। চৌরঙ্গির ময়দানের পাশ দিয়ে খোলা হাওয়া খাই! স্বাস্থ্য আমার দু'দিনে ফিরে গেল। গায়ে মাংস লাগলো, লালচে আভা বেরোতে লাগলো গা দিয়ে। এক একবার মনে হয় দেশের লোকদের সঙ্গে দেখা করে আসি! তারপর মনে হয় থাকগে। তাতে শুধু হিংসা, কলহ, গৃহবিবাদ—ছারপোকা-জাতির যা চিরন্তন স্বভাব—তারই সূচনা হবে।

বেশ আরামেই ছিলাম। কোনও দিন চিনেম্যানের রক্ত, কোনও দিন ইংরেজের, কোনও দিন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের, কোনও দিন বা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমেরিকানদের—। বিভিন্ন দিন বিভিন্ন স্বাদ। সুখলাল ধর্মতলার মোড়ের হোটেলগুলোর সামনে গিয়ে রিক্‌শা নিয়ে দাঁড়ায়, আর হোটেল থেকে মাংস, পোলাও ডিম, চপ, কাটলেট, মাখন, দুধ খেয়ে বেরোতো সোলজাররা। গায়ে সব কী রক্ত তাদের। মুখ আমার জুড়িয়ে যেত। সুখলালের রক্ত এদের কাছে তেতো নিম। মদ খেয়ে জোড়া জোড়া সৈন্য উঠতো রিক্‌শায়। মদের নেশায় তারা অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকতো। আর আমি আয়েস করে রক্ত খেতাম। তারা টেরও পেত না। আর আমিও এমন কায়দা করে খেতাম, তারা বুঝতেই পারতো না। রক্ত খাওয়ার ওইতো নিয়ম। মনে হতো—এরা কত কি খায়। রাজার জাত ওরা—স্বাধীন জাতের লোক ওরা—ওদের রক্তের স্বাদই আলাদা; আর দুঃখ হতো আমাদের মানুষদের দেখে। ওসব হোটেলে ঢুকতেই পায় না বেচারারা। যদি দৈবাৎ এরা উঠতো সুখলালের রিক্‌শায়, আমি তাদের কৃপা করে ছুঁতাম না। আহা, সবাই মিলে শুষছে ওদের, ওদের আর শুষে কি হবে। রেশনের দোকানের চাল, ভেজাল ঘি খেয়ে বেচারীদের রক্তে আর তেজ নেই। ওদের একেবারে মেরে ফেলেছে।

মা বলেছিল—আর বছরে নাকি ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়ে লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেছে। তা মরার আর বাকী আছে কি? আমি তো পারতপক্ষে ছেড়েই দিতাম।

সাহেবদের রক্ত খেয়ে খেয়ে শরীরটা বেশ ফিরে গেছে, এমন সময় এক দুর্ঘটনা ঘটলো।

মা বলেছিল—ভাগ্য কা'রো সমান যায় না চিরদিন। বিশেষ করে দেখেছি ছারপোকা-জাতির ভাগ্য। আমার তো কোনও কষ্টই ছিল না। আমি তো দিন দিন লালই হচ্ছিলাম। লাল গদির সঙ্গে লাল চেহারা একেবারে বেমালুম মিশে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে খুব রোদ্দুর হলে একটু কষ্ট হোত। চৌরঙ্গির রাস্তার পাশে ঝাঁঝাঁ করছে রোদ্দুর, সেখানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রিক্‌শাটাকে রেখে দিয়ে সুখলাল যখন পাশের গাড়িবারান্দার নিচে গিয়ে বসতো, তখন মনে হোত যেন আগুন জ্বলছে। আমি তখন গদির স্লিট-ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে গদির পাশের ফাঁক দিয়ে একেবারে ভেতরে চলে যেতুম; যেখানে রিক্‌শাওয়ার গামছা, দেশলাই থাকতো। ঘাম-মোছা গামছাটা ভিজে থাকতো। সেইখানে খানিকটা আরাম পাওয়া যেত।

আমাদের ছারপোকা-জাতির মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যে—কাউকে বিশ্বাস কোর না। কথাটা শুনতে খারাপ, বলতে খারাপ। কত যন্ত্রণা দিয়েছি, কিন্তু আমি সুখলালকে বিশ্বাস করতাম। সুখলালকে কত কামড়িয়েছি, কিন্তু সুখলাল আশ্রিত-পালক। বিশেষ করে আমার কাছে। শোষণ করি বলে কখনও সুখলাল আমার গায়ে হাত পর্যন্ত তোলেনি। যে শোষিত, সে যদি কখনও বিদ্রোহ না করে, তবে শোষক তাকে প্রশংসাই করে থাকে—এইটেই রীতি। কিন্তু আমার সুখলাল-প্রীতি সেজন্যে নয়—অন্য কারণে! আমি দেখতাম সুখলাল দিনরাত খেটে যা' উপায় করতো তার হাজার গুণ বেশী উপায় করতো কিছু না করে যারা রিক্‌শায় চড়তো, সেই সাদা চামড়ার জাত। তা ছাড়া দেখতাম সুখলালকে শোষণ করছে রাত্রে ছারপোকার জাত, আর দিনের বেলা শোষণ করছে সাদা চামড়ার জাত।

সুখলালের জাতের ওপর সহানুভূতি দশগুণ বেড়ে গেল যেদিন দুর্ঘটনাটা ঘটলো।—সন্ধ্যেবেলা কোনও সোয়ারী নেই। একা খালি রিক্‌শাটা নিয়ে ঠুন্ ঠুন্ করতে করতে চলছিল সুখলাল। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, এক মিলিটারী লরী এসে ধাক্কা মারলে রিক্‌শার ওপর। আমাকে নিয়ে রিক্‌শা ছিটকে পড়লো দশহাত দূরে, আর লরীর ভারী ভারী বত্রিশটা চাকা সুখলালের শরীরের ওপর দিয়ে গড় গড় করে গড়িয়ে চলে গেল।

আমার আর কি হবে। কিন্তু সুখলালের দিকে চেয়ে দেখি—রক্তে রাস্তা একেবারে ভেসে গেছে। রক্ত অবশ্য সুখলালের গায়ে ছিল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যেটুকু থাকতো তা-ও আমরা আর ওরা খেয়ে শেষ করে দিয়েছি। নড়বার চড়বার সময় দিলে না,—সুখলালকে একেবারে চেপ্টে, গুঁড়িয়ে পিষে থেঁত্‌লে নিরাকার করে দিলে।

দেখে আমার চোখ দুটোতে আগুন জ্বলে উঠলো। এর প্রতিশোধ নিতেই হবে।

চারপাশে ততক্ষণে পুলিশ, লোকজন, ভিড়ে একাকার। ভাঙা রিক্‌শাটার কাছে পুলিশ এল।

রিক্‌শার কাছে ঘেঁষে এসে দাঁড়াল সৈন্যরা। কী হাসি তাদের। শুনে আমার গা জ্বলে গেল। একজন ভাঙা রিক্‌শাটার ওপর বসলো। সুযোগ পেয়েই উঠে বসলুম তার গায়ে। তারপর তার সঙ্গে সঙ্গে গেলুম। ওরা ঢুকলো হোটেলে। মা বলছিল—দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে। কোথায় দুর্ভিক্ষ ? কী আলো, কী হাসি, কী খাওয়া! অত খেয়ে খেয়েই রক্ত হয়েছে ওদের অত!

হোটেলের খাওয়া শেষ হোল। উঠলো ওরা। তারপর গেল ওদের ক্যাম্পে।

সে এক অদ্ভুত রাজ্য ভাই। একশো, দু'শো, হাজার খাটিয়া। খাটে আমাদের ছারপোকা জাতের সঙ্গে দেখা হোল না। কেমন যেন অদ্ভুত গন্ধ। দম আটকে আসে। একটা রাত কাটাতে হবে এখানেই। তারপর কাল সকাল বেলা যা হয় করা যাবে।

একজনের সঙ্গে দেখা হোল। ঘিড়িঙ্গে চেহারা হয়ে গেছে।

আমাকে দেখে নমস্কার করে বললে—কি দাদা, এখানে যে ?

বললাম—কেন, এখানে আসতে নেই ?

বললে—আরে পালাও পালাও এখুনি—

—কেন ?

—এখনি দেবে ওষুধ ছিটিয়ে, তখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি—এখানে বড্ড কড়াকড়ি ; এ তোমার দিশি-কোয়ার্টার পাওনি—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভয় পাবারই কথা। কিন্তু ভয় আমি পেলুম না। আমার উদ্দেশ্য আলাদা। সুখলালের কথা মনে পড়লো। আহা বেচারী! প্রাণ নিয়ে
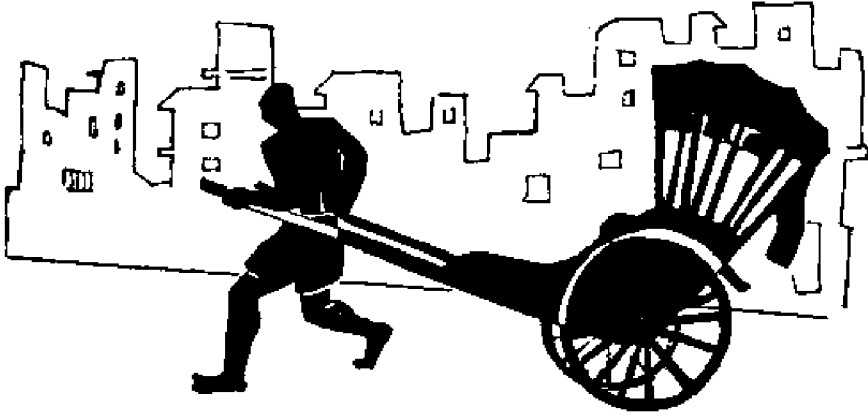
প্রাণান্ত যার, তারই ওপর এ-সংসারে যত রাহাজানি! সুখলালের জন্যে সত্যিই মন কেমন করতে লাগলো। সুখলালের সঙ্গে কতদিন ঘর করেছি, সে ঘরের আবহাওয়াই আলাদা। তেলের অভাবে সেখানে আলোই জ্বলতো না। সুখলাল কত দিন শুধু ছাতু ভিজিয়ে খেয়েছে দু'টো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে। তারপর চাল দিয়ে জল পড়ছে অনবরতই! যেখানে জল পড়লো সেখান থেকে খাটটা সরিয়ে শুলো শুধু। সুখলাল কিন্তু ঘুমোত খুব আরামে। ঘুমোলে আর সুখলালের জ্ঞান থাকতো না। কিন্তু এ কি রাজ্য! এখানে আলোর যেন রোশনাই! আলোয় আলো। তাস খেলছে কেউ, গান গাইছে, মদ খাচ্ছে। হোটেল থেকে এত খেয়ে এল, তবু আবার খাচ্ছে। না খেলে কি আর লড়াই করতে পারবে? সাদা সাদা চেহারা। খালি গায়ের ওপর বিজলীবাতি পিছলে পড়ছে।

রাত্রে উপোস করে রইলুম। কে জানে, এখানে টের পেলে হয়ত পুড়িয়ে দেবে খাটিয়া, বিছানা, মশারী। দরকার নেই। একটা দিন নয় উপোসেই গেল।

পরদিন সকাল বেলাই সব সাজ সাজ রব পড়ে গেল! আমি আগেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উঠেছি। জোঁকের মত লেগে রইলুম একজনের গায়ে। যা থাকে কপালে। না হয় প্রাণই যাবে। কিন্তু ছারপোকা জাতির বদনাম আমায় ঘোচাতেই হবে। সুখলাল—আমার মনিব—তার কথা মন থেকে দূর করতেই পারি না।

উঠলো গিয়ে সব মটরে। বড় বড় বিরাট সব লরী। এই রকম একটা লরীই সুখলালকে চাপা দিয়েছে। বত্রিশ চাকা। যেন এক একটা আস্ত বাড়ি। একেবারে ড্রাইভারের গায়েই আটকে ছিলাম। গাড়ি ছেড়ে দিল। কোথায় যাচ্ছে কে জানে! হু-হু শব্দে শহর কাঁপাতে কাঁপাতে চললো।

ড্রাইভারের বসবার জায়গায় আশ্রয় নিলাম।

গান ধরলে সবাই। সে কী গান। সুখলালও গান গাইত। কিন্তু সে গানে এমন তেজ ফেটে পড়তো না। রক্তে তেজ থাকলে তবেই এমন গান বেরোয়। সমস্ত শহরটা কাঁপিয়ে ছাড়ছে। মনে মনে বললাম—এ তেজ আমি ভাঙবো তবে আমার ছারপোকা-জন্ম সার্থক। সুখলালের জান নিয়েছে এরা। কোন অপরাধ করেনি সে। দুনিয়াকে যেন জয় করতে ছুটেছে এরা। সাদা চামড়াতে ছেয়ে গেছে শহর। রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে, নয় তো যেন আকাশপথ দিয়ে উড়ে চলেছে। নিরীহ লোকগুলো রাস্তায় প্রাণ হাতে করে সরে দাঁড়ায়। ট্রাম বাসের পাশে চলতে চলতে হু-র্-রো শব্দ করে চীৎকার করে ওঠে। পাথরের রাস্তাটা কেঁপে ওঠে, দুপাশের বাড়ির লোকজন আঁতকে ওঠে ভয়ে। ভাবে ভূমিকম্প হোল বুঝি।

লরীটা ছুটে চলেছে। আমি মুখ বাড়িয়ে দেখে নিলাম। অব্যর্থ সুযোগ। ড্রাইভার পর্যন্ত তালে তাল দিয়ে গানে যোগ দিয়েছে। সবারই ফুর্তির মেজাজ।

আমি প্রস্তুত হয়ে নিলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সুখলালের রক্তাক্ত মুখটা মনে পড়লো। এদেরই একজন সুখলালের মৃত্যুর জন্যে দায়ী।

আর দ্বিধা নয়।

হুলটি বের করে প্রাণপণে আচমকা ফুটিয়ে দিলাম ড্রাইভারের হাঁটুতে। দু'হাত দিয়ে 'স্টিয়ারিং হুইল' ধরা ছিল। যন্ত্রণার জ্বালায় তাড়াতাড়ি একটা হাত দিয়ে হাঁটু চুলকোবার চেষ্টা করতেই বেসামাল হয়ে গেল। ঘুরে গেল স্টিয়ারীং হুইল। প্রচণ্ড একটা শব্দ হোল। রাস্তার গ্যাসপোস্টে ধাক্কা লাগলো; সেখান থেকে ছিটকে লাগলো বিরাট একটা বাড়ির থামে। আর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা মিলিটারী একেবারে চূড়ান্ত জখম। ড্রাইভারটার অবস্থা ঠিক সুখলালের মত।

প্রাণটা আনন্দে নেচে উঠলো। মনে হোল—অদৃশ্য জগৎ থেকে সুখলাল যেন আমার দিকে চেয়ে হাসছে। এতদিনে শোধ নিতে পেরেছি।

তারপর এমনি ঘটনা ঘটছে কত। সবের মধ্যেই আছি আমি, আর আমার আরো ৭।৮টি নতুন বন্ধু। তাদেরও আমারই মতো ঐ একই পণ। বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডটাই আমাদের পক্ষে সব চেয়ে সুবিধে। আশি মাইল বেগে চলে গাড়ি—আর বড় বড় গাছ আছে রাস্তায়। আর সুবিধে চিত্তরঞ্জন য়্যাভিনিউতে। মাসের মধ্যে দশ বারোটা দুর্ঘটনা আমরা ঘটাই। হয়ত সুখলালের আত্মা এতে সন্তুষ্ট হয়। লোকে মনে করে ওরা মদ খেয়ে চালাবার সময় অসতর্ক হয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়। কিন্তু এর পেছনে আছি আমরা। ছারপোকা-জাতির যে বদনাম আছে পৃথিবীতে, তা যদি কিছুটা মুছতে পারি তাই আমাদের এই চেষ্টা। মানুষের জাতি না জানুক, ছারপোকা-জাতির সবাই এ-খবর জেনে গেছে। তারা বলে—কালো মানুষ আর ছারপোকা, দু'জনেই এশিয়ার অধিবাসী। এশিয়ার অধিবাসীদের সবাই মিলে এশিয়ার উন্নতি করতে হবে। তারা তাই আমাদের নাম দিয়েছে 'ছারপোকা-জাতির কর্মবীর'।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এত ভুলো!
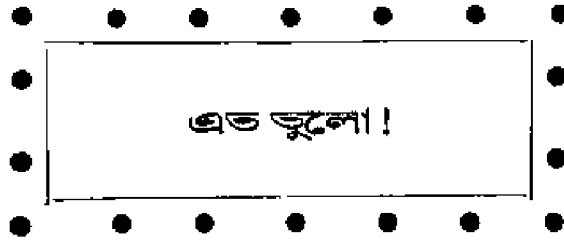
এ এক অদ্ভুত অসুখ। ভারতবর্ষে এ-অসুখের নাম আগে কেউ শোনেনি। কাকা খায় না, স্নান করে না। গান-বাজনা বন্ধ, টেরি কাটাও বন্ধ। কোনও কথার জবাব দেয় না। অথচ দশদিন আগেও বেশ সুস্থ মানুষ ছিল। সকালবেলা উঠে তিন কাপ চা খেত। তিন দিস্তে লুচি খেত। তারপর স্নান করতে যেত। সে-স্নান চলতো পুরো এক ঘণ্টা ধরে। তারপর আধ ঘণ্টা ধরে টেরি কাটা। চুল আঁচড়াবার তিন রকম চিরুনি ছিল। মোটা, মাঝারি আর সরু। প্রথমে মোটা চিরুনি দিয়ে চুলটা আঁচড়ে নিয়ে, মাঝারি চিরুনি দিয়ে টেরি কাটা হতো। তারপর চুলের কেয়ারি হতো সরু চিরুনিতে। টেরি কাটা শেষ হলে বেরুত তানপুরা, তবলা। কাকা গানের রেওয়াজ করতো চার ঘণ্টা ধরে। ধ্রুপদ, খেয়াল নিয়েই কাকার কারবার। কেউ ধরে বসলে—টপ্পা ধরতো। কিন্তু ঠুংরী? কাকা বলতো—ওসব হাল্কা চালের জিনিস এখানে চলবে না —ওতে সাধনার ব্যাঘাত হয়—

গান শেষ করে কাকার খাওয়া। কাকা একলা এক ঘরে বসে খাবে। বাড়ির অন্যলোকদের সঙ্গে হট্টগোলের মধ্যে খেতে দিলে পেট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভরবে না কাকার। তহলে পেট ভুটভাট্ করবে, গলা মোটা হয়ে যাবে—

কাকা বলতো—খাওয়াই বল আর গানই বল, সব সাধনার ব্যাপার—বেঁচে থাকাটাই একটা তপস্যা কিনা—

মুনি-ঋষিরা হিমালয়ের গুহায়, গভীর জঙ্গলের মধ্যে তপস্যা করতেন। আমাদের কাকা সেই একই তপস্যা করতো বাড়িতে বসে। চিবিয়ে-চিবিয়ে, চুষে-চুষে, চেটে-চেটে যখন খাওয়ার সাধনা শেষ হতো, তখন শুরু হতো ঘুমের সাধনা। বড় কঠিন সে-সাধনা। বিকেল চারটে, পাঁচটা, ছ'টা বেজে গেলেও কারুর সাধনা ভাঙাবার অধিকার ছিল না।

ঘুম থেকে উঠে কাকা বলতো—সকাল ক'টা বাজলো রে?

বলতাম—সকাল কোথায়, এখন সন্ধ্যে যে—

কাকা বলতো—দেখেছিস কী রকম তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম—বাহ্যজ্ঞান ছিল না—

তারপর আবার ঘুম থেকে উঠে চলতো কাকার স্নান আর টেরি কাটার সাধনা। শেষে আবার রাত দু'টো পর্যন্ত সঙ্গীত-সাধনা। তখন তেতলার দরজা-বন্ধ ঘরে চলতো ওস্তাদ বিল্লুখাঁ'র সঙ্গে ধ্রুপদ আর খেয়াল। সে-সাধনার তেজে সমস্ত বাড়িটা থরথর করে কাঁপতো। ছোটপিসীর কোলের মেয়েটা এক একদিন হাউমাউ করে ককিয়ে কেঁদে উঠতো—

কাকার কাছে ছোট পিসী কিছু বলতে গেলে, কাকা আমাদের বলতো—দেখেছিস—সাধনার পথে কত বাধা—

সাধনা করে করে কাকার শরীর ফুলে গেল। আমরা দুহাতে জড়িয়ে ধরতে পারতাম না ভুঁড়িটা। ছ'মাস অন্তর-অন্তর জামা বদলাতে হত। সত্যিই বুঝতাম সাধনায় কত বাধা।

কাকা বলতো—ওসব কেয়ার করতে গেলে চলবে না রে—ত্রৈলঙ্গস্বামী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তো ইয়া হাতীর মত মোটা হয়ে গিয়েছিলেন, তা বলে কি সাধনা ছেড়েছিলেন—

কাকার বিরুদ্ধে কে কী বলবে? ঠাকুর্দা ছিলেন অমায়িক মানুষ। বলতেন—ওকে কিছু বলো না কেউ—ও একটা কিছু নিয়ে বেঁচে থাকলেই হলো!—

পটল

ছোটবেলায় নাকি কাকার একবার বেদম টাইফয়েড হয়েছিল। ডাক্তারেরা হাল ছেড়ে দিয়েছিল একেবারে। রোগে ভুগে ভুগে পাঁকাটির মত রোগা হয়ে গিয়েছিল কাকা। বাড়িতে প্রায় কান্নাকাটি শুরু হবার যোগাড়। শেষে কোন্ এক সন্ন্যাসীর কী ওষুধ খেয়ে বেঁচে গেল সে-যাত্রা। যাবার সময় সন্ন্যাসী বলেছিল—এ-ছেলে অসাধারণ ছেলে তোর—একে বাঁচিয়ে রাখিস—

সাধুর কথা অক্ষরে অক্ষরে যে সত্যি, তা বুঝতে পারা যেত। কাকা সাতবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল, কিন্তু সাতবারই ফেল। কাকা যখন 'প্রথম ভাগ' শুরু করে তখন বাজারে 'প্রথম ভাগ' বইটাই ফুরিয়ে গিয়েছিল। কলকাতা থেকে ভি-পি-তে একশো দুশো বই আসতো। দেড় দিনের মধ্যেই তা নিঃশেষ। শেষে কলকাতার বই-এর দোকানওয়ালারা লিখলে—'প্রথম ভাগ' সব শেষ হয়ে গেছে, বাজারে আর ছাপা বই নেই—

ঠাকুর্দা তখন খরচা দিয়ে ছাপাখানা থেকে নিজেই ছাপিয়ে নিলেন সে বই।

বড় হয়েও কাকার সে অভ্যেস যায়নি। ডুগি-তবলাই যে কত জোড়া এল তার কী ঠিক আছে! কাশী থেকে ফরমাশ দিয়ে তবলা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এল কাকার। চিৎপুরের কালু মিস্ত্রী বাঁয়া-তবলা বাঁধিয়ে দিলে রুপো দিয়ে। বাগানের একটা নিমগাছও আর আস্ত রইল না। সেই গাছ থেকে কাঠ কেটে তবলা তৈরি করে দিত কালু মিস্ত্রী বাড়িতে বসে। তানপুরা এল ওয়াগান ভর্তি হয়ে। চিৎপুরের এনায়েত ভালো তানপুরা করে। তার কাছে ফরমাশ দেওয়া হলো। দশটা বারোটা করে তানপুরো আসতো। কাকা একবার তারে পিড়িং করে একটা শব্দ তুলেই বলতো—না রে, সুরে বলছে না—

চিন্তামণি কবিরাজ

অনেকদিন বলেছি—এবার একদিন জলসা করো কাকা, দশজনকে শোনাও তোমার গান—

কাকা বলতো—এ জিনিস দশজনের জন্যে নয় রে—নিজের সাধনা দশজনকে জানাতে নেই। তাহলে সব গুণ নষ্ট হয়ে যাবে কিনা—

এমনি করেই দিন কাটছিল কাকার। সাধনার আর বিরাম ছিল না। সাধনার কোন্ স্তরে যে কাকা পৌঁছেছিল তাও টের পাইনি। শুধু এইটুকু বুঝতাম যে কাকা একটা কিছু ভীষণ সাধনায় মগ্ন, নইলে ছোট-পিসীর কোলের মেয়েটা অমন ঘুমের ঘোরে হাউমাউ করে ককিয়ে কেঁদে ওঠে কেন?

তা' এই কাকাই এক ভীষণ অসুখে পড়লো।

এ-অসুখের নামও আগে কেউ শোনেনি। খাওয়া নেই, গান-বাজনা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেই, টেরি কাটা নেই। সে এক ভয়াবহ অবস্থা। কাকা শুয়ে থাকে চিত্তপাত হয়ে খাটের ওপর। আর বলে—এত্ত তুলো!

ঠাকুর্দা বুড়ো অথর্ব শরীর নিয়ে দোতলায় উঠে এসে জিগ্যেস করেন—কেমন আছো বাবা পটল?

কাকা উত্তর দেয়—এত্ত তুলো!

—কোথায় তুলো বাবা, ও-সব তো তানপুরো আর তবলা, আর দেয়ালের গায়ে ও-সব তো তোমার ওস্তাদদের ছবি, আর ওখানে আলনায় তো তোমার জামা-কাপড়, আর তো কিছু নেই—

ঠাকুর্দা চোখের ক্ষীণ দৃষ্টি দিয়ে ঘরের চারদিকে আতি-পাঁতি করে খুঁজে দেখেন। কোথাও তুলো নজরে পড়ে না।

মা গিয়ে বলে—কী খেতে ইচ্ছে করে তোমার ঠাকুর পো?

কাকা সে-কথার উত্তরেও তেমনি উদাস গলায় বিড়বিড় করে—এত তুলো!

এবার আর এমনি ফেলে রাখা যায় না। কবিরাজ ডাকতে হয়। চিন্তামণি কবিরাজ এলেন তাঁর ঘোড়ার গাড়ি চড়ে। বৃদ্ধ মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চাকর তাঁর গড়গড়াটা গাড়ি থেকে এনে সামনে রাখলে। বৃদ্ধ চিন্তামণি কবিরাজ বাঁ হাতে কাকার নাড়ী টিপে ডান হাতে গড়গড়ার নল ধরে তামাক খেতে লাগলেন। অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে পরীক্ষা করে বললেন—হুঁ—

বাবা বললেন—কী বুঝলেন কবিরাজ মশাই?

কবিরাজ মশাই ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—বুঝলুম বেশ গুরুতর—ব্যাধি অস্থিতে গিয়ে ঠেকেছে—ভালো করে চিকিৎসা করাতে হবে—

ঠাকুর্দা বললেন—সারবে?

চিন্তামণি কবিরাজ বললেন—না সারলে ছাড়বো কেন?

—রোগটা কী?

—রুধিরাস্থি। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এর নিদান আছে—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—রুধিরাস্থি মানে—? বাবা জিগ্যেস করলেন।

হাত ধুতে ধুতে কবিরাজ মশাই বললেন—অস্থির মধ্যে, অর্থাৎ হাড়ের মধ্যে রুধির অর্থাৎ রক্ত ঢুকেছে—

সবাই ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু চিকিৎসা চললো। সব ওষুধের নাম মনে নেই। স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজের সঙ্গে গুলঞ্চ, অশ্বপুচ্ছ ভস্ম আর সব কী কী লাগলো। মহাধুমধামের চিকিৎসা। তিন মাস ধরে চললো। কিন্তু কিছুই ফল হলো না।

ঠাকুর্দা এসে কাকাকে জিগ্যেস করেন—কেমন আছো বাবা?

কাকা তেমনিভাবে উত্তর দেয়—এত তুলো!

আমি গিয়ে জিগ্যেস করি—কাকা আমাদের চিনতে পারো?

কাকা বলে—এত তুলো!

ওস্তাদ বিল্লু খাঁ প্রশ্ন করে—বেটা, কেয়া হুয়া তেরা?

কাকা হিন্দীতে বলে—এত্‌না তুলো!

এবার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার এল। নীলকণ্ঠ মজুমদার। কোট-প্যান্ট পরা। স্টেথিস্‌কোপটা গলায় ঝুলিয়ে। চাকরে রিক্‌শা থেকে ওষুধের ব্যাগটা নিয়ে এল। নীলকণ্ঠ মজুমদার বললেন—কে দেখছে?

কবিরাজের নাম বলা হলো।

বললেন—রোগী গরম খেতে ভালবাসে, না ঠাণ্ডা?

বাবা বললেন—গরম—

—জিবে গরম না হাতে গরম? সব খবর নিলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিন-পুরুষের ইতিহাস শুনলেন।

ঠাকুর্দা জিগ্যেস করলেন—কী রোগ?

নীলকণ্ঠ মজুমদার টাকা হাতে নিয়ে গুনতে গুনতে বললেন—রোগের নাম শুনে আপনারা কি বুঝতে পারবেন?…এর নাম হলো ফিজিও-সাইকোসিস্—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—সারবে ?

নীলকণ্ঠ মজুমদার বললেন—আমরা রোগ সারাই না, রোগীকে সারাই—তা' মহাত্মা হ্যানিম্যানের শাস্ত্রে দুরারোগ্য বলে কোনও জিনিস নেই—

এতেও তিনমাস চললো। পুরিয়ার পর পুরিয়া। কিন্তু কিছুই হলো না। ওই অত বড় যে কাকার ভুঁড়ি, তাও বেহালার মতন পেট-চ্যাপ্টা হয়ে গেল। ঘুম নেই, খাওয়া নেই, গান-বাজনা নেই, টেরি কাটা নেই—। কেবল—এত তুলো ! এত তুলো !!

আমরা ভেবে পেতাম না—কোত্থেকে এত তুলো দেখতে পায় কাকা।

কলকাতা থেকে বড় বড় ডাক্তার আসে, মোটা মোটা ফি নিয়ে যায়। সন্ন্যাসী, সাধু, জলপড়া, ঠাকুরের প্রসাদ সব নিষ্ফল ! কাকাকে দেখে এবার চোখে জল আসে। তুলোর সমস্যার আর সমাধান হয় না।

মামা এতদিন বাইরে ছিল। হঠাৎ খবর পেয়ে এল দেখতে।

বললে—কী হয়েছিল ?

বাবা বললেন—কী আর হবে, ক'দিন আগে কলকাতায় গিয়েছিল তবলা কিনতে, পরের দিন ফিরে এল—এসে পর্যন্ত কেবল 'এত তুলো' 'এত তুলো' করছে—

মামা বললে—কাকে কাকে দেখিয়েছ ?

বাবা বললেন——কাউকে আর দেখাতে বাকি রাখিনি—

মামা তুড়ি দিয়ে হেসে উঠলো। বললে—আরে, এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে তোমরা এত মাথা ঘামাচ্ছ ? আর এতগুলি টাকা জলে ফেলে দিলে ?

তারপর কাকার ঘরে গিয়ে বললে—কী হয়েছে তোমার পটল ?

কাকা বললে—এত তুলো !

মামা গম্ভীর হয়ে দু'হাত তুলে বললে—যাচ্ছি আমি কলকাতায়—দেখে আসছি—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাইরে আসতেই বাবা জিগ্যেস করলেন—কলকাতায় যাচ্ছো কেন ?

—যাচ্ছি দেখতে—একটা বিহিত করতে—

বলে সত্যিই মামা কলকাতায় চলে গেল। আমরা অবাক্ হয়ে গেলাম। কলকাতায় গিয়ে মামা কী বিহিত করবে ? আবার সেই রকম দিন কাটে। ঠাকুর্দা কথা বলতেন কম। সাধুবাবা বলে গিয়েছিলেন—তোর এ ছেলে অসাধারণ, একে বাঁচিয়ে রাখিস—তা বাঁচানো বুঝি আর গেল না। গান-বাজনা, তবলা, তানপুরো, চুল, টেরি, খাওয়া নিয়ে ছিল একরকম পটল—শেষকালে এ কী হলো ! এত তুলো কোত্থেকে আসে ! এত সব জিনিস থাকতে—তুলো !! ধুলো নয়, বালি নয়, রসগোল্লা নয়, মানুষ নয়, বোমা-বারুদ নয়, কিছু নয়, সামান্য তুলো ! সামান্য তুলো শেষে এমন অসামান্য কাণ্ড বাধিয়ে তুললো !

হঠাৎ দিন পনরো পরে মামা কলকাতা থেকে এসে হাজির।

লাফাতে লাফাতে এসে বললে—হয়েছে—পেয়েছি—

—কী পেয়েছো ?

মামা বললে—এসো, পটলের ঘরে এসো—

সবাই মামার পেছন পেছন কাকার ঘরে গেলাম।

মামা সোজা গিয়ে কাকাকে জিগ্যেস করলে—কেমন আছো পটল ?

কাকা তেমনি বললে—এত তুলো !

মামা দু'হাতে তুড়ি দিয়ে হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—কোথায় তুলো ?—তুলো আর এতটুকুও নেই, দেখে এলাম নিজে, সব তুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে,—

কাকার চোখ দু'টো যেন আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। যেন আবার চোখে সব দেখতে পাচ্ছে। ধীরে ধীরে নিচু গলায় বললে—সে কী !—সত্যি ?

মামা এবার হৈ হৈ করে ঘর ফাটিয়ে হাসতে হাসতে বললে—কোথায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আছো তুমি পটল, সে সব ফক্কা, সে গুড়ে বালি—আর এক ফোঁটা তুলোও নেই—তুলোপটিতে আগুন লেগে একেবারে সব ফরসা হয়ে গেছে যে, তা জানো না ?

এতক্ষণে নজরে পড়লো আমাদের। কাকার রোগা-মুখে যেন ক্ষীণ-হাসি বেরিয়েছে।

বাইরে এসে বাবা জিগ্যেস করলেন মামাকে—ব্যাপার কী সম্বন্ধী ?

মামা বললে—কলকাতায় গেলাম। খোঁজ নিতে লাগলাম—কোথায় কোথায় পটল গিয়েছিল, কেউ কোনও হদিস দিতে পারে না, তবলার দোকানেও গেলাম—পনরো দিন ধরে বেড়ালাম কেবল—শেষে একজন বললে—পটল নাকি বড়বাজারে গিয়েছিল—সেখানে তুলোপটিতে ঢুকে মাথা ঘুরে গেছে ওর—সেই পাহাড়-প্রমাণ তুলো দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি আর-কি—তা ওর দোষ নেই, সে যা তুলোর পাহাড়।—তুমি গেলে তোমারও মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org
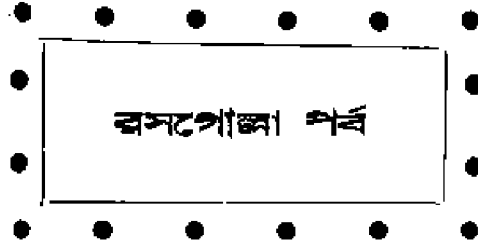
আমি যখন প্রথম কবিতা লিখতে সুরু করি, কি বিষয় নিয়ে লিখি জানো? সে এক অদ্ভুত বিষয়। চাঁদ, আকাশ, পাখি, বসন্ত, শরৎ কিছু নয়। মা, ভগবান, কিংবা স্বদেশ তাও নয়ঃ যা নিয়ে সবাই লেখে তা নিয়েও নয়। তোমরা ভাবলে অবাক্ হয়ে যাবে, এমন ছন্নছাড়া বিষয় নিয়ে আমি কবিতা লিখলুম কেন? কিন্তু তোমরা তো কেউ রসগোল্লা খেতে আমার মত ভালবাসতে না। রসগোল্লা খেতে তোমরা যদি আমার মত ভালবাসতে তাহলে তোমরা বুঝতে কেন আমি ওই বিদকুটে বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছিলুম।

কাকা বললেন—হ্যাঁরে, কবিতার কি আর কোন বিষয়বস্তু পেলি নে—

মনে মনে বললাম—হায় রে কাকা, তুমি তো আর রসগোল্লা খেতে ভালবাসো না—তুমি কী বুঝবে, আর তোমাকেই বা আমি কী বোঝাবো—

অথচ রসগোল্লা নিয়েও আমি কবিতা লিখিনি। এখন কী নিয়ে লিখেছিলাম আমার প্রথম কবিতাটা—বলো তো?

যা হোক্—গোড়া থেকেই বলি···

তখন আমার বয়েস কত আর। নেহাতই ছোট। সেই ছোট বয়েসে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি পুজোর ছুটির সময় বিলাসপুরে গিয়েছিলাম একবার। কালোমাটির দেশ বিলাসপুর। ছত্রিশগড়। পেঁড়া, বালুসাই, গুলাবজাম আর জিলেবি। মামা ওখানে বহুদিনকার উকিল। আমাকে দেখে বড় ভাবনায় পড়লেন। মাকে বললেন—তোর ছেলেকে নিয়ে তো মহা ভাবনায় পড়লাম মেন্তি—

মা-ও কিছু ভাবনায় কম পড়েনি। আর মামার বাড়িতে কে-ই বা ভাবনায় পড়েননি ?

মামা বললেন—বজ্‌রঙ্‌ পেঁড়াটা তৈরী করে ভালো, সাড়ে তিন টাকা সের নেয় বটে, কিন্তু জিনিসটা করে সেরা—

সকালবেলা গিয়ে পৌঁছিয়েছি। কলকাতা থেকে দু'দিনের রসগোল্লা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুটো দিন না হয় কাটলো, তারপর ? তারপরের কথা ভেবেই মা অস্থির।

বিলাসপুর শহরটা সমস্ত চষে ফেলা হোল। রসগোল্লা কেউ তৈরী করতে পারবে না। আট টাকা সের দর দিলেও পারবে না। মা তো কলকাতায় ফিরে আসবেন বলেই স্থির করলেন। রসগোল্লাহীন দেশে কেমন করে আমি বাঁচবো—একথা মা'র চেয়ে আর বেশী করে কেউ জানতো না। মা বললেন—তাহলে বিলুকে নিয়ে কলকাতাতেই ফিরে যাই বড়দা—রসগোল্লা না পেলে ছেলে বাঁচবে না যে—

মামা আর কী বলবেন। শুধু নিজের মনেই যেন বললেন—কী বিদকুটে নেশাই করিয়েছিস তোর ছেলেকে—

কিন্তু না, নেশার খোরাক শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল বটে। এই বিলাসপুরের লাল মাটিতে তা'হলে রসিক লোক আছে। কিন্তু হুজ্জত অনেক। বিলাসপুর শহর থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে এক হালুয়াই থাকে। রাস্তার ধারে লাড্ডু আর গুলাবজাম বেচে। সে বললে—চার টাকা দর দিলে রোজ এক পো করে রসগোল্লা তৈরী করতে পারে। কিন্তু কোনও লোক গিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org
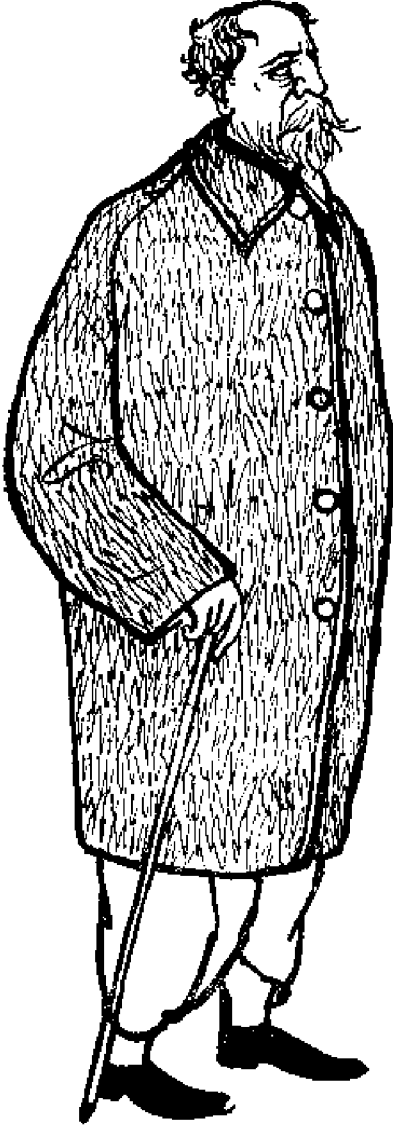
তা, তাই সই।

পরদিন থেকে আসতে লাগলো রসগোল্লা। সন্ধ্যেবেলা গিয়ে সাড়ে তিন মাইল রাস্তা হেঁটে একটি চাকর দৈনিক রসগোল্লা আনবার জন্যেই বাহাল হোল। নইলে আমার কান্নায় বাড়িসুদ্ধ লোকের জীবন তো ব্যতিব্যস্ত হয়ে যেত। আমার কাণ্ড দেখে পাড়াসুদ্ধ লোক কেন, দেশসুদ্ধ লোক তাজ্জব হয়ে গেল।

মামাবাবু

তা হোক্, লোকলজ্জার ভয়ে আমার মন টলে না। আমি অচল অটল হয়ে রসগোল্লার স্বাদ গ্রহণ করতে লাগলাম। ভোরবেলা ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আমার দু'টি রসগোল্লা চাই। আমার বিছানার পাশে একটি বাটিতে ঢাকা থাকবে রসগোল্লা দুটি। আর আমি ঘুম-চোখে হাত বাড়িয়ে রসগোল্লা দু'টি নিয়ে আলগোছে মুখে পুরে দেব।

এ আমার বহুদিনের অভ্যেস্। সেই অভ্যেস তখন আমার নেশায় পরিণত হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু সেদিন এক বিপদ বাধলো। বিপদ বলে বিপদ!

সকালবেলা অভ্যাস মত ঘুম-চোখে হাত বাড়িয়েছি জানলার কাছে, যেখানটিতে আমার রসগোল্লা রাখা থাকতো। দেখি বাটি ঠিকই আছে, রসগোল্লা নেই।—সর্বনাশ!

নেশা উড়ে গেল মাথায়। সকলেবেলা চা না পেলে চা-খোরদের যে দশা—আমারও তাই। ছোট হলে কী হবে, আদুরে দুলাল। কান্নায় বাড়ি ফাটিয়ে ফেললাম। যেখান থেকে হোক রসগোল্লা এনে দেওয়া চাই।

সেই সকালবেলা আমার চীৎকারে সকলের মেজাজ মাথায় চড়ে উঠলো। কার এত সাহস, কার এত তেজ, কার এত বজ্জাতি, কার এত···

মা বললে—আহা ছেলেমানুষ তো—অভ্যেস হয়ে গেছে—এখন ওর দোষ কী—না পেলে কাঁদবেই তো—

মামা বললে—এই আদর দিয়ে-দিয়েই ছেলেটার মাথা খাবে মেস্তি—

সবাই খুঁজতে লাগলো কে খেলে রসগোল্লা দুটো।—ইঁদুরে খেলে কি?

মা বললেন—ইঁদুরে কি অমন নেপে-পুছে রসগোল্লা খায়—?

মামা বললেন—ইঁদুরে কী না খায়—পড়িস নি ছোটবেলায়? 'উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার; যাহা পায় তাহা কেটে করে ছারখার।'···

মা বললে—ইঁদুরে কখনো নয়—বেড়াল—

মামা বললেন—বেড়াল রসগোল্লা খেতে যাবে কেন—বেড়াল কখনও রসগোল্লা খেয়েছে এমন কথা তো শুনিনি—! পরের দিনও আবার সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি।

সর্বনাশের মাথায় পা—কিন্তু কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, নেশার জিনিস এমন করে চুরি করে। সামান্য শিশুর খাদ্য দুটিমাত্র রসগোল্লা!

পরের দিনও এল রসগোল্লা। কিন্তু আমার ভোগে এল না।

কে খায়। কিছুতেই ধরা যায় না। মামা শেষ পর্যন্ত রেগে গেলেন। বললেন—একবার যদি ধরতে পারি তো···

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধরতে পারলে মামাবাবু কী যে করবেন তা আর মুখে বললেন না, মুখের চুরোটটা দাঁত দিয়ে জোরে চিবুতে লাগলেন।

পরের দিন শোবার বিছানার পাশে রসগোল্লা রেখে একমাত্র দরজাটা খিল দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হোল। রাত্তিরবেলা যে টিপি টিপি পায়ে ঘরে ঢুকে টুপ্ করে রসগোল্লা ছ'টো মুখে পুরে দেবে, তা চলবে না। ঘরের ভেতরেই প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু পরের দিনও সেই অঘটন। অবাক্ কাণ্ড!

আচ্ছা, যদি ইঁদুরই হও, তো এবার বাটি চাপা দিয়ে তার উপরে ইট চাপা দেওয়া হোল। তোমার সাধ্যি নেই ওই থান ইট তুলে রসগোল্লা খাবে।

কিন্তু অবাক্ কাণ্ড। ওই থান ইট তুলেও কে খেয়ে গেল পরদিন।

তার পরের দিন একটা বিরাট লোহার ঢাকা চাপা দেওয়া হোল। যদি বেরাল হয় তো নড়ালে শব্দ হবে।

কিন্তু পরের দিনও চুরি হোল।

মামাবাবু যেন কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তাঁর ওকালতি বুদ্ধিতে কিছু সমাধান হোল না এ-সমস্যার। তিনি হাল ছেড়ে দিলেন।

মা বললে, বিলু এমন রোগা হয়ে যাচ্ছে যে ওর দিকে আর চেয়ে দেখা যায় না।

চুরি হলে পুলিসে খবর দেওয়াই নিয়ম। কিন্তু বাড়ির ভেতর থেকে রসগোল্লা চুরি—এর কি প্রতিবিধান!

সেদিন রাত্রে মামাবাবু এক কাণ্ড করলেন। রসগোল্লা ছুটো যেমন বাটি চাপা দেওয়া থাকে, তারই পাশে একটা জাঁতিকল পেতে রাখলেন। যে-ই হোক রাত্রির অন্ধকারে যে চুরি করতে আসবে তার আর রক্ষে নেই। রসগোল্লার ঢাকা খুলতে গেলেই ওই জাঁতিকলে হাতটি কাটা পড়বে। সমস্ত ঠিক-ঠাক রেখে সবাই উদ্গ্রীব আগ্রহ নিয়ে শুতে গেলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তখন রাত তিনটে কি চারটে···

—বাপ রে বাপ, মর্ গিয়া, জান্ গিয়া ···জান্ গিয়া···

একটা বিকট চীৎকারে সবাই দৌড়ে এসেছে। মামাবাবু জেগেই ছিলেন। তিনি এসেই জানলার ভেতর থেকে জাঁতিকলটা চেপে ধরলেন। জাঁতিকলে তখন একটা বিরাট পাহারাওয়ালা ধরা পড়েছে। ইয়া গোঁফ, ইয়া লাল পাগড়ি, ইয়া বুকের ছাতি! ছ'ফুট লম্বা একটা পা হা রা ও য়া লা জানালার বাইরে যন্ত্রণায় লাফাচ্ছে, চীৎকার করছে,···কেবল বলছে—বাপ রে বাপ···মর্ গিয়া, জান্ গিয়া··· জান্ গিয়া···

পাহারাওয়ালা

কিন্তু মামাবাবু এমন জোরে ধরে আছেন জাঁতিকলটা, পাহারাওয়ালাটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুতেই হাত বার করে নিতে পারছে না। আর যন্ত্রণা! জাঁতি কলের দাঁতগুলো হাতের আঙুলগুলোকে আর হাতের পাতাটা একেবারে কামড়ে ধরেছে। বাড়িসুদ্ধু লোক একেবারে তাজ্জব। খল্‌সে পুঁটি নয়, একেবারে বিরাট তিমি! এমনতো ভাবা যায়নি।

সেই রাত তিনটের সময় পাড়াসুদ্ধ লোক ভিড় করে এল আমাদের বাড়ির সামনে। তারাও অবাক্! সবাই বললে—বেশ জব্দ—

মামা পরদিন কোর্টে গিয়ে দিলেন এক কেস ঠুকে। কিন্তু তখুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হোল পাহারাওয়ালাটাকে। আঙুলগুলো ডাক্তার কেটে বাদ দিয়ে দিলে। যে আঙুলগুলো দিয়ে রসগোল্লা চুরি করতো রোজ, তা চিরদিনের মত বাতিল হয়ে গেল।

আমার জীবনের প্রথম কবিতা তাই আমি লিখেছিলুম পাহারা-ওয়ালাকে নিয়ে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

আরো উঁচুতে চোখ চাইলে দেখা যায় কেবল গোটাকতক ঘুড়ি উড়ছে—লাল সবুজ আর রংবেরং-এর ঘুড়ি। অরকিড পাম আর দেওদারের সারি ছাড়িয়ে যেদিক থেকে আসে ট্রামের ঘণ্টার আওয়াজ, বাসের ঘর্ঘর শব্দ—সেইদিকে সেদিন সব বাড়িতে দেওয়ালির মত আলো দিয়ে সাজিয়েছিল। মোমবাতির সারি টিপটিপ করে জ্বলছিল—কী চমৎকার দেখতে যে হয়েছিল। কালীপুজোর দিনই অমন করে লোকে সাজায়!

দাদুকে জিগ্যেস করেছিল, মাকে জিগ্যেস করেছিল—হ্যাঁ মা, ওরা আলো দিয়েছে কেন?

কেউ উত্তর দেয়নি।

রঘুটা চালাক আছে খুব। চুপি চুপি জয়ন্তকে বলেছিল—আজ যে তেইশে জানুয়ারী—নেতাজীর জন্মদিন, তা জানো না?

—নেতাজী কে?—জয়ন্ত জিগ্যেস করেছিল।

কিন্তু রঘুটা চালাক খুব। ওদিকের হল ঘর থেকে দাদুর চটির আওয়াজ পেতেই রঘু গম্ভীর হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

জয়ন্ত বিরাট বাগানের ভেতরে বেঞ্চিতে গিয়ে বসে। সবুজ ঘাসের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নরম বিছানা প্বাতা—তারই চারপাশে সিজন্ ফ্লাওয়ারের বেড। উঁচু কম্পাউণ্ড-ওয়ালের ধার ঘেঁষে দেওদার আর ইউক্যালিপটাস্ গাছের সারি। জয়ন্ত বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে। শুধু অফুরন্ত আকাশ, দু' একটা ঘুড়ি আর একটা দু'টো বাদুড় ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু পশ্চিম দিকের কোণ থেকে যেন অনেক শব্দ ভেসে আসছে। অনেক লোকের সমবেত চীৎকার!

সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ, সমস্ত পাড়াটা নিস্তব্ধ।

এতক্ষণ পিয়ানোর টিচার এসে মাকে বাজনা শেখাতে শুরু করেছে। দাদু বসে আছেন তাঁর লাইব্রেরীতে, আর বাবাতো একটু আগেই পুরানো গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেছেন কোথায় কেউ জানে না—ডিনারের আগে ফিরে আসবেন আবার।

এখন এই বিকেল বেলা কনভেন্ট স্কুল থেকে এসে জয়ন্ত কী যে করবে ভেবে পেলে না। ছড়িটা দিয়ে সিজন্ ফ্লাওয়ারের বেড্ টা একটু খুঁচিয়ে দেওয়া কিম্বা পশ্চিম দিকের বারান্দার কাছে গিয়ে লাল নীল মাছের খেলা দেখা, কিম্বা কাকাতুয়াটাকে একটু রাগিয়ে দেওয়া—এছাড়া আর করবে কি জয়ন্ত।

ওদিকের গ্যারাজ থেকে বড় নতুন গাড়িটা বেরুচ্ছে—পাঠক চালিয়ে আনছে—

কোথায় যাচ্ছ পাঠক, আমি যাবো—? জয়ন্ত বললে।

পাঠক বলে—সাহেবের হুকুম পেলে সে খোকাবাবুকে নিয়ে যেতে পারে!

দাদু লাইব্রেরীতে বসেছিলেন। বললেন—গাড়িটা একবার কারখানায় যাবে, তা সঙ্গে যাবে যাও, কিন্তু ওয়েল ক্লোভ্‌ড হয়ে যাও, সর্দি লাগতে পারে—আর চুপ করে গাড়িতে বসে থাকবে—আজকাল বড্ড হট্টগোল চলছে কলকাতায়—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফটিক আর জয়ন্ত

পাঠকের পাশে বসে পড়ল জয়ন্ত। বাগান পার হয়ে গেট পেরিয়ে গাড়ি গিয়ে পড়ল রাস্তায়। এ রাস্তায় লোকজন কম। বড় বড় ঝাউ আর কৃষ্ণচূড়া গাছে রাস্তাটা ঢাকা। পরিষ্কার পিচের রাস্তার উপর গাড়ির চাকাগুলো পিছলে পড়ছে। তারপর গাড়ি এসে পড়ল ট্রাম রাস্তায়।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে আসছে···

জয়ন্ত দুপাশের চলন্ত জনতা, দোকানপাট, ঘর-বাড়ি, হোটেল সিনেমা উন্মুখ হয়ে দেখতে লাগলো। এখানে থাকলে যেন বেঁচে আছি বোঝা যায়। কারুর গায়ে জামা আছে, কারুর নেই। ওদের নিশ্চয়ই খুব সর্দি হয়। খালি পায়ে বেড়াচ্ছে ওরা—ওদের দাদুরা নিশ্চয়ই বকে। দাদুতো ডার্টি চেহারা দেখতেই পারেন না। তা ছাড়া দাদু বলেছেন—নোংরা থাকলে, জুতো না পায়ে দিলে, গায়ে জামা না দিলে—কত রোগ হয়, সে রোগ সারা ভারি শক্ত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হঠাৎ হৈ চৈ হট্টগোল যেন বেড়ে উঠলো।

সামনে—আর একটু দূরেই অনেক লোক জমা হয়েছে···চীৎকার করছে তারা।

গাড়িটা কাছে যেতেই যেন বিরাট জন-সমুদ্র চঞ্চল হয়ে উঠলো। চীৎকার করে উঠলো সবাই। হাতে তাদের নানারকম ফ্ল্যাগ্। অদ্ভুত তাদের ধ্বনি। চীৎকার করে বলছে—জয় হিন্দ্—

মিছিলের সামনে এসে পাঠক থামালো তার গাড়ি। তারা ছেঁকে ধরলো পাঠককে—

কে একজন বললে—ওরে, রায়বাহাদুর পি. কে. সেনের গাড়ি—

কথাটা শোনবার পর জনতা যেন আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। একটা লাঠি এসে সামনে পড়লো রাস্তার ওপর। পাঠক গাড়ির দরজা খুলে রাস্তায় নাবলো। তারপর জয়ন্ত নাবলো পেছন পেছন। সে কি উত্তেজনা! জয়ন্তর মনে হোল সে যেন সিনেমা দেখছে। মানুষের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে, মাথা উঁচু করে সে যেন যুদ্ধ করছে। সে যেন নেপলিয়নের পদাতিক বাহিনীর একজন বীর সৈন্য—বর্ম আঁটা তার শরীরের চারদিকে, অসংখ্য তীর আর বল্লম এসে বিঁধছে, কিন্তু অমিত-বিক্রমে সে যুদ্ধ করছে। কিম্বা সে যেন ক্যাসাবিয়ান্কা, নিজের কর্তব্যের প্রেরণায় স্বেচ্ছায় জীবন বলি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে অথবা···

হঠাৎ দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো কাছে কোথাও।

জয়ন্ত দেখলে আগুনের শিখায় কালো কালো মূর্তি কাদের লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়ছে, কাদের ধ্বংস কামনা করে ধ্বনি তুলছে। এ এক অদ্ভুত নতুন অভিজ্ঞতা জয়ন্তর জীবনে! জয়ন্ত যেন এতদিনে সজীব হয়ে উঠলো। তাদের সঙ্গে জয়ন্তও সুর মিলিয়ে চীৎকার করে উঠলো—জয় হিন্দ—! তারপর আগুন লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়তে লাগলো। একেবারে আগুনের কাছে এগিয়ে যেতেই জয়ন্ত দেখলে সাদা সাদা টুপি পরা আরো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেক ছেলে সেখানে দাঁড়িয়ে···যে ঢিল ছুঁড়ছে তাকে বাধা দিচ্ছে, বারণ করছে···

তারপর যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হোল, ছত্রভঙ্গ হোল সবাই—পেছনের লোকগুলো সব দৌড়তে শুরু করলো—জয়ন্তর হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে গেল। এতক্ষণ সে যেন স্বপ্ন দেখছিল। পাঠক কোথায়? কোথায়

ভোম্টা

পল্টু

BanglaBook.org
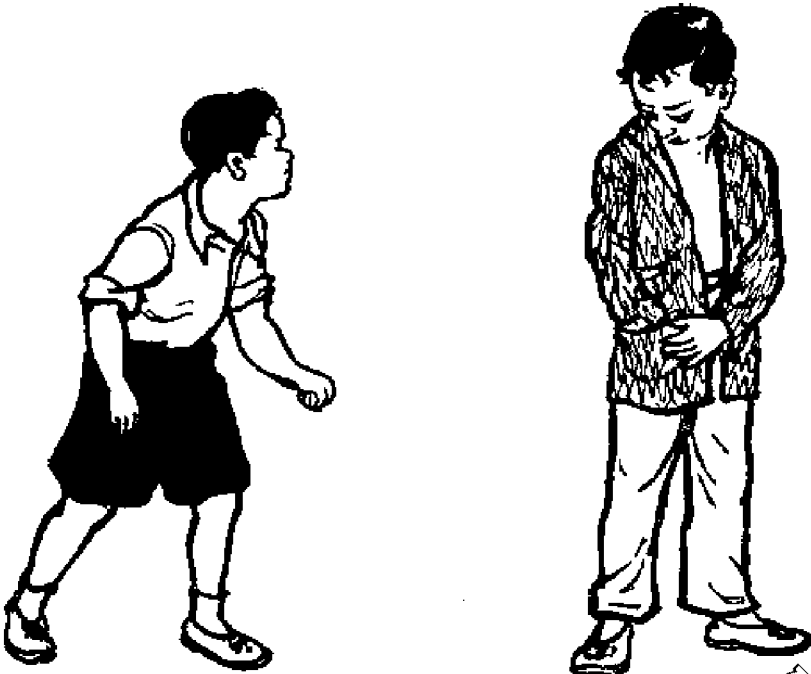
সেই নতুন গাড়িটা তাদের? কিন্তু ওসব তখন ভাববার সময় নেই—আরো এগিয়ে যেতে হবে তাকে! যেখানে ঘটনার কেন্দ্র, সেইখানে গিয়ে দেখতে হবে কিসের এ-উৎসব! কিন্তু হঠাৎ কে যেন তার হাত ধরে টানলে—বললে—পালিয়ে আয় ছোট খোকা—

তারপর তাকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এল গলির

www.BanglaBook.org

ভেতর। এসে বললে—ভাগ্যিস পালিয়ে এলুম—ওরা গুলি করতে শুরু করেছে—

—কে গুলি করছে? কারা গুলি করছে? জয়ন্ত জিগ্যেস করলে।

গলার আওয়াজ শুনে সন্দেহ হওয়াতে ছেলেটা জিগ্যেস করলে—কে রে তুই?

জয়ন্ত বললে—আমার নাম জয়ন্ত সেন—

—তুই বুঝি কলুটোলার ছেলে?

রায়বাহাদুর পি. কে. সেন, তার ছেলে জয়ন্ত সেন, লাউডন্ স্ট্রীটে বাড়ি—এদিকে সে বেড়াতে এসেছিল মোটরে করে—এমন সময় হারিয়ে ফেলেছে রাস্তা, পাঠকের পাত্তা নেই, পাঠক তাদের সোফার। সমস্ত প্রকাশ করে বললে জয়ন্ত।

ছেলেটা বললে—আমার নাম ফটিক, এ-পাড়ায় আমার নাম করলে সবাই চিনবে, আমি থাকতে তোমার কোনও ভয় নেই, আমার ছোটভাই মনে করে তোমার হাত ধরে টেনেছিলাম···যা হোক—এই আমাদের বাড়ি।

গলির ভেতর ছোট্ট একতলা একটা বাড়ি, ভাঙ্গা দেয়াল। দরজার সামনে এসে ফটিক কড়া নাড়তে লাগলো—ভোণ্টা ভোণ্টা—দরজা খোল্—

গলার আওয়াজ পেয়ে ভেতরে অনেকগুলো গলার শব্দ শোনা গেল। চীৎকার উঠলো—দাদা এসেছে—

ফটিক বললে—ওই শোন, ওরা হোল আমার আজাদ হিন্দ ফৌজ, আমি ওদের নেতাজী। তারপর দরজা খুলতেই জয়ন্ত দেখলে এক মজার কাণ্ড! যেন সবাই এতক্ষণ প্রতীক্ষা করছিল ফটিকের। প্রায় সাতটা ভাই ফটিকের—তিনটে বোন। ফটিকের মা রাঁধছিলেন রান্নাঘরে। অচেনা ছেলে দেখে বেরিয়ে এলেন—ওমা, এ কে রে ফটিক—

ফটিক বললে—এ হলো জয়ন্ত সেন, আমার বন্ধু—আমাদের বাড়ি থাকবে আজ—রাস্তায় যা গণ্ডগোল—জয়ন্তর জন্যে বেশী চাল নাও মা—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফটিকের ছোট ভাই ছোটখোকা, তারপর ভোণ্টা, পণ্টু, মোনা, ক্ষেন্তি, পুঁটি ইত্যাদি সকলের নাম জয়ন্তের মনে রাখা শক্ত। সকলের সঙ্গে একসঙ্গে বসে গেল পড়তে। ফটিক নিজে পড়া বলে দেয়। জয়ন্তকে বললে—তুমিও পড়ো, এই 'সাহিত্য মুকুল' পড়ো—তারপর যেখানে মানে বুঝতে পারবে না, আমি বলে দেব—

ক্ষেন্তি বলে—দাদা, খিদে পেয়েছে—

ফটিক অবাক্ হ'য়ে বললে—য়্যাঁ, খিদে? এর মধ্যে? এই তো বিকেল বেলা একবাটি মুড়ি খেয়েছিস—

ক্ষেন্তি লজ্জায় পড়ে গেল। ফটিক বললে—আচ্ছা জয়ন্তই বলুক, তুমি বলতো ভাই, বিকেল বেলা আমরা সবাই একবাটি করে মুড়ি খেয়েছি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে, তারপর তু'ঘটি জল—এর পর এখনও তিন ঘণ্টা হয়নি, এর মধ্যে খিদে পাওয়া উচিত?

জয়ন্ত কি বলবে ভেবে পেল না। জয়ন্ত নিজে কি খেয়েছে ভেবে দেখলে। দাতু আর মার সঙ্গে বসে এক টেবিলে তিনখানা স্যাণ্ডউইচ, তুটো সিঙ্গাপুরী কলা, এক ডিস ওঠ্‌স পরিজ আর এক কাপ কফি। এই তো এখন প্রায় আটটা বাজে, এখনি তো ডিনার শুরু, টেবিলে এসে জড়ো হবে সবাই, বাবা এতক্ষণে এসে স্নান সেরে নিয়েছেন রাত্রের! কিন্তু তবু জয়ন্তর এই বেশ লাগছে! এই ফটিক, এই ভোণ্টা, এই ক্ষেন্তি, সবাইকে বেশ লাগছে জয়ন্তর।

ভাত দেওয়া হোল। ছোটরা সব এক থালায় খেতে বসলো। ফটিক আর ছোটো খোকা শুধু আলাদা থালা পেলে।

ফটিকের মা বললেন—তোমার জন্যে বাড়িতে তোমার মা ভাববেন না জয়ন্ত?

জয়ন্ত উত্তর দেবার আগেই ফটিক বললে—ভাববে কেন? সবাই তো আর তোমার মত নয়। ওরা কি আর আমাদের মতন? রায়বাহাতুর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রায়বাহাদুর পি. কে. সেন

পি. কে. সেনের বাড়ির ছেলে—ওরা ছেলেকে তোমার মত আঁচলে বেঁধে রাখে না—রবিঠাকুর লিখেছেন পড়োনি: "রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করোনি"—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জয়ন্ত ভালো করে চেয়ে দেখলে ফটিকের মা নিজের হাতে সকলকে পরিবেশন করছেন। আধ ময়লা শাড়িতে হলুদের দাগ লাগা—জয়ন্তদের বাড়ির ঝি এমনি পরে থাকে। কিন্তু তবু জয়ন্তর বেশ ভালো লাগলো। মোটা মোটা চালের ভাত। রাত্রে কোনোদিন ভাত খায়নি জয়ন্ত। খানকয়েক লুচি আর মাংস তার রাত্রের বরাদ্দ, আর পুডিং—রেফ্রিজারেটারে তৈরী থাকে।

পুঁটি থালা চাটতে চাটতে বললে—আর দু'টি ভাত দেবে মা ?

ফটিক বললে—ওই দেখ মা, জয়ন্ত মোটে খাচ্ছে না, ওর লজ্জা হচ্ছে বোধ হয়। আর দু'টো ভাত নাও না জয়ন্ত, ওই তোমার মাছ পড়ে রইল যে—

কাঁটাওয়ালা মাছ জয়ন্ত কোনোদিন খেতে পারে না। জয়ন্ত চেয়ে দেখলে কারুর থালায় আর মাছ পড়ে নেই।

খাওয়া তখনও শেষ হয়নি, মহেন্দ্রবাবু অফিস থেকে এসে পড়লেন।

—ওই বাবা এসেছেন—চীৎকার করে উঠলো ছেলেরা।

মহেন্দ্রবাবুকে দেখেই জয়ন্ত বলে উঠলো—মাস্টার মশাই !

মহেন্দ্রবাবুও চমকে উঠেছেন—জয়ন্ত !

মহেন্দ্রবাবুর হাতের বই খাতাপত্র আর রেশনের থলি সব সেখানেই পড়ে রইল। সব শুনে তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন ; সর্বনাশের মাথায় পা ! হ্যাঁ গা, তুমি কি ওই পুঁটি মাছের ঝোল আর পুঁইশাক চচ্চড়ি ওকে খাওয়ালে নাকি ! আরে ওকেই তো আমি এখন অঙ্ক শেখাবার কাজ পেয়েছি—গড সেভ দি কিং—সত্তরটা টাকা মাসে মাসে ! আরে ওসব খাওয়া কি ওদের অভ্যেস আছে কোনকালে ? এখন যদি শরীর খারাপ হয় ওর তাহলে আমার চাকরি থাকবে ভেবেছ ? এই ফটকে, তুই অত গা ঘেঁষে আছিস্ যে ওর—এসো বাবা জয়ন্ত......।

সেই রাত্রে লুচি ভাজিয়ে খাইয়ে তবে ছাড়লেন মহেন্দ্রবাবু। কোথায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিষ্কার চাদর, বালিশ, বিছানা, মশারি—নতুন করে বেরুল সব। মহেন্দ্রবাবু নিজের খাটে শোয়ালেন জয়ন্তকে। নিজে সকলকে নিয়ে ঠাণ্ডা মেঝেতে শোবার ব্যবস্থা করলেন। সারারাত্রি ঘুম তো আসবার কথা নয় তাঁর। আজ গণ্ডগোলের মধ্যে জয়ন্তকে তো বাড়ি পৌঁছে দেওয়া যায় না। কাল সকালেই ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

সকালবেলা উঠেই মহেন্দ্রবাবু ট্যাক্সি আনালেন। নিজের হাতেই জুতোটা ঝেড়ে মুছে দিলেন।

জয়ন্ত বললে—ফটিককেও নিয়ে চলুন মাস্টারমশাই আমাদের বাড়ি—

তা যাক্। কিন্তু ফটিক বসবে ড্রাইভারের পাশে। পেছনের সিটে মহেন্দ্রবাবু জয়ন্তকে পাশে বসিয়ে নিয়ে চললেন। গাড়ি চললো গলি পেরিয়ে, ট্রামরাস্তা ছাড়িয়ে লাউডন স্ট্রীটের দিকে। বড় বড় ঝাউ আর কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় ঢাকা রাস্তা……।

গেটের ভেতর গাড়ি ঢুকতেই মহেন্দ্রবাবু শিরদাঁড়া সোজা করে বসলেন।

চাকর-বাকর, দরোয়ান, শোফার, মালী সবাই প্রস্তুতই ছিল।

রায়বাহাদুর সামনেই ছিলেন—

জয়ন্তকে সামনে নিয়ে মাথা নিচু করে সেলাম করে সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বললেন।

—আজ্ঞে, আমার এই বড়ছেলে ফটিকই কোন রকমে রক্ষে করেছে—নইলে কী হোত কে জানে। দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে—এখন সব ছোট ছেলেদের রাস্তায় ছাড়াও বিপদ—বললেন মহেন্দ্রবাবু।

জয়ন্ত আবদার ধরলে—বাবা, ফটিক আজ আমাদের বাড়ি থাকবে—তারপর মহেন্দ্রবাবুকে বললে—মাস্টারমশাই, ওকে আপনি রেখে যান এখানে, বিকেলে নিয়ে যাবেন, থাকবে ফটিক আজ আমাদের বাড়ি?

মহেন্দ্রবাবু এক পলক রায়বাহাদুরের দিকে চেয়ে নিয়েই বুঝে নিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বললেন—না না বাবা জয়ন্ত, আজ থাক্, অন্য একদিন আসবে'খন, একটা ছুটির দিন—

রায়বাহাদুর বললেন—জয়ন্ত, ওপরে যাও, তোমার মার সঙ্গে দেখা করে এস—তিনি ভাবছেন—

অনিচ্ছাসত্ত্বেও জয়ন্ত ওপরে উঠে গেল। যাবার সময় বললে —বাবা, ফটিককে তুমি আবার আসতে বলে দাও।

মহেন্দ্রবাবু খানিক পরেই ফটিককে নিয়ে চলে এলেন। গেট পেরিয়ে এবার হেঁটে ফিরে আসা। জয়ন্তকে নিয়ে আসবার সময় যে ট্যাক্সি ভাড়া পড়েছিল, সেটা খচ্ করে বিঁধল মহেন্দ্রবাবুকে।

পুলিশ

ফটিক অবাক্ হয়েছে জয়ন্তদের ঐশ্বর্য দেখে। কাকাতুয়া, লাল নীল মাছ, ফুলগাছ। কত সুখী ওরা! ওই জয়ন্ত কত কত ভাগ্য করে ও-বাড়িতে জন্মেছে! আসতে আসতে বাবাকে জিগ্যেস করলে—ওরা খুব বড়লোক, না বাবা?

বিকেলবেলা মাস্টার মশাইর আসবার কথা। সারা বিকেল বসে থেকেও মাস্টার মশাই এলেন না। তারপর দিনও এলেন না। তারপর দিনও না।

বাবাকে জিগ্যেস করবার সাহস নেই জয়ন্তর। সরকারমশাই চুপি চুপি বললেন—ও মাস্টারমশাই তোমাকে আর পড়াতে আসবেন না—রায় বাহাদুর বারণ করে দিয়েছেন—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—কেন ?

সরকারমশাই বললেন—রায়বাহাদুর বলেছেন ও-সব লোক দিয়ে চলবে না।······ওতে শিক্ষা ভাল হবে না, তোমার জন্যে সাহেব আসবে পড়াতে—তোমাকে তো বড় হয়ে মানুষ হতে হবে—রায়বাহাদুর হতে হবে—

সেই আসন্ন সন্ধ্যার আবছায়ায় দাঁড়িয়ে জয়ন্তর মনটা কেমন ভারী হয়ে গেল। আর বোধ হয় কখনও দেখা হবে না ওদের সঙ্গে। ওই ফটিক, ভোল্টা, ক্ষেন্তি, পুঁটি—ওরা কত সুখী! জয়ন্তর মনে হয় সে যেন এখানে বন্দী হয়ে আছে—এই কাকাতুয়া, লাল নীল মাছ আর ওই সিজন ফ্লাওয়ার, পাম, অরকিড্ আর দেবদারু গাছ আর ওই আকাশ, ঘুড়ি আর ওই শব্দ ; ট্রাম, বাস আর জনতার অস্পষ্ট চীৎকার কোলাহল—

জয়ন্ত এখানে বন্দী—

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

মন টানে

ট্রাম রাস্তার ধারেই বাড়ি। দক্ষিণ দিকে ট্রামটা সোজা চলে গেছে। খুকু রেলিঙের ফাঁক দিয়ে অনেক দূর দেখতে পায়। তুপুর বেলা ট্রামগুলো ফাঁকা ফাঁকা চলেছে। ওরই একটাতে চড়লে অনেক দূর যাওয়া যায়।

বাবা চলে গেছে অফিসে। শশধর তখন নিচের কলতলায় বাসন মাজছে।

চুপি চুপি খুকু একটা ভাল ফ্রক পরে নিলে।

দোতলার সিঁড়ির দরজাটা খোলা ছিল। পা টিপে টিপে খুকু নিচে নেমে এসেছে। শশধর টের পেলে এখনি ধরে ফেলবে। দূর থেকে খুকু উঁকি মেরে দেখলে শশধর আপন মনে তখন নিজের কাজ করছে। একটু আড়াল দিয়ে টপ্ করে বেরিয়ে পড়ল খুকু।

সদর দরজায় খুট্ করে একটু আওয়াজ হতেই শশধর চীৎকার করে উঠেছে—কে ?

শশধরের গলার আওয়াজ পেয়েই খুকু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

শশধর কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। কাজ ফেলে রেখে দৌড়ে এসেছে। এসে খুকুকে দেখেই অবাক্।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি ?—শশধর একটা হাত ধরে খুকুকে টেনে নিয়ে এসেছে ঘরের মধ্যে।

এক ধমক দিয়ে শশধর বললে—বার বার না তোমায় বলেছি কোথাও বেরুবে না, দাঁড়াও, আজ বাবু এলে বলে দেব—

শশধর ধমকই দেয় শুধু, সত্যি সত্যি বাবাকে বলে দেয় না। দরজা বন্ধ করে শশধর খুকুকে ওপরে নিয়ে এসে বলে—থাকো এইখেনে, যদি বেরোও ঘর থেকে তো তোমার পা ভেঙ্গে দেব বলে রাখছি—

ঘরের মধ্যে খুকুকে রেখে দিয়ে শশধর আবার নিজের কাজে চলে যায়। বিছানায় গিয়ে খানিকক্ষণ শোয় খুকু ; তারপর আবার উঠে পড়ে। বড় আলমারির নিচে পুতুলের বাক্স সাজানো থাকে। পুতুলগুলোর জামা করে দিয়েছিল মা।

একটা পুতুলকে নিয়ে খুব ধমক দিলে—তোমায় বলেছি না, খালি গায়ে মোটে থাকবে না—পর জামা—

পুতুলগুলোকে জামা পরিয়ে দিলে খুকু। সাজিয়ে সাজিয়ে রাখলে পুতুলগুলোকে বাক্সের ভেতর। কিন্তু পুতুলখেলা বেশীক্ষণ ভাল লাগে না। শশধরটা ভারি পাজী। মোটে বাইরে বেরুতে দেবে না। একটু বাইরে বেরুতে দেখলেই ধরে নিয়ে আসবে। খুকুর মনে হয়—সে যখন বড় হবে, শশধরের চেয়ে অনেক বড় হবে, তখন শশধরকে ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘরে পুরে রেখে দেবে।

সন্ধ্যেবেলা বাবা বাড়ি আসে যার নাম সাতটা। বাবা এসে নিচে থাকে। বন্ধুরা আসে, মক্কেলরা আসে, তাদের সঙ্গে গল্প করে। খুকুর মোটে ভাল লাগে না। ওই লোকগুলোকে দেখতে পারে না খুকু।

রাস্তা দিয়ে ঠুন ঠুন করে একটা রিক্‌শা যায়।

খুকু ডাকে—ও রিক্‌শাওয়ালা, রিক্‌শাওয়ালা—

রিক্‌শাওয়ালা দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে—কী খুকু, কে যাবে ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—আমি যাবো, আমায় নিয়ে যাবে ?

পয়সা আছে ?—রিক্‌শাওয়ালা জিগ্যেস করে।

—বাবার কাছে পয়সা আছে, অফিস থেকে এসে বাবা দেবে—বলে খুকু।

রিক্‌শাওয়ালা সময় নষ্ট করবার লোক নয়। ঠুনঠুন করতে করতে ওদিকে চলে যায়। বাবার কাছে কতদিন পয়সা চেয়েছে খুকু। বাবা পয়সা দিতে চায় না। পয়সা থাকলে একদিন লুকিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রিক্‌শায় চড়ে অনেক দূর চলে যেত। ওই রাস্তার মোড়ে যে দেবদারু গাছটা আছে, ওটা ছাড়িয়ে একটা বড় দোতলা বাড়ির চুড়ো দেখা যায়, সেটাও ছাড়িয়ে অনেক……অনেক……অনেক দূর—

রাস্তা দিয়ে সাইকেলে চড়ে একটা লোক যাচ্ছে।

খুকু ডাকলে—ওগো, সাইকেলওয়ালা, ও সাইকেলওয়ালা—

লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সাইকেল থেকে নেমে পড়ে। ওপরের দিকে চেয়ে দেখে একটা ছোট্ট পাঁচ ছ' বছরের ফুটফুটে মেয়ে দোতলার বারান্দা থেকে ডাকছে।

—ও সাইকেলওয়ালা, আমাকে সাইকেলে চড়াবে ?

ভদ্রলোক তো অবাক্! তবু জিগ্যেস করে—কোথায় যাবে খুকি ?

খুকু বললে—ওই যে দেবদারু গাছটা দেখছ রাস্তার মোড়ে, ওটা ছাড়িয়ে ওখানে একটা দোতলা বাড়ির চুড়ো দেখা যায়, সেটাও ছাড়িয়ে অনেক দূরে—অনেক—অনেক দূর—নিয়ে যাবে ?

লোকটা বোধ হয় কোনও জরুরী কাজে যাচ্ছিল। একবার একটু হেসে আবার সাইকেল চড়ে যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে চলে গেল।

খুকু হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ তাকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে না। ভারি রাগ হয় সকলের ওপর। বাবা, শশধর কেউ ভালো নয়। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে পুতুলগুলোর ওপর। বড় খোকা-পুতুলটাকে মেঝের ওপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুকু

দড়াম করে আছাড় মেরে ফেলে দেয়। সব ভেঙে যাক্, দরকার নেই কিছুতে। তারপর আবার মায়া হয় বুঝি। পুতুলের ভাঙা টুকরোগুলো আবার কুড়িয়ে রাখে। মা'র তৈরী করা পুতুলের জামাগুলো গুছিয়ে পাট করে রাখে। তারপর আবার খেলা করতে করতে কখন মেঝের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে খুকু, টের পায় না কেউ। শশধর বিকেলবেলা দুধ আর খাবার নিয়ে এসে ডেকে তোলে।

সেদিন কিন্তু ভারি সুযোগ পাওয়া গেল। শশধর নিজের কাজ শেষ করে সিঁড়ির কাছে মাদুর পেতে শুয়ে পড়েছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টিপ টিপ পায়ে খুকু নিচে নেমে এসেছে। তারপর আরও চুপি চুপি খিলটা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। এক ছুট্ ছুট্ ছুট্! শশধর টের পেলেই এখনি ধরে নিয়ে গিয়ে ঘরে পুরে বন্ধ ক'রে রাখবে।

ট্রামগুলো যেখানে থামে সেখানে এসে একদল লোকের আড়ালে লুকিয়ে রইল খুকু। ট্রাম আসতেই ওঠা-নামার খুব হিড়িক। ট্রামে ওঠা কি যায় সহজে। বুড়ো লোকগুলো তাকে ঠেলে ঠেলে আগে উঠতে যাবে। শেষ-কালে একটা লোকের কোঁচার খুঁট ধরে এক ফাঁকে উঠে পড়লো খুকু।

—সরো সরো সরো তো—

অনেক লোকের ভিড়ের মধ্যে ছোট মেয়ের পক্ষে লুকিয়ে থাকা ভারি সহজ কিন্তু। কেউ দেখতে পাচ্ছে না তাকে। তাছাড়া কিছু ধরবারও দরকার নেই। চারদিকেই লোক, পড়ে যাবার ভয় নেই। বুকটা তখনও দুরদুর করছে ভয়ে। ট্রামটা যখন চলতে আরম্ভ করল তখন ভয়টা কিছু কাটলো খুকুর।

একটু ফাঁক দিয়ে খুকু চেয়ে দেখে— খুব জোরে চলেছে ট্রাম দক্ষিণ দিকে। ঠিক যেদিকে সে যেতে চেয়েছিল সেইদিকেই চলেছে! রাস্তার মোড়ের বড় দেবদারু গাছটা পেরিয়ে গেছে, তারপর সেই অনেক দূরে যে দোতলা বাড়িটার চুড়ো দেখা যায় সেটার কাছে এসেছে। তারপর সেটাও ছাড়িয়ে গেল। ট্রাম ছুটে চলেছে। এ-দিকটা মোটে চেনে না খুকু। আরও অচেনা। ক্রমেই একেবারে অচেনা জায়গার জালে জড়িয়ে গেল খুকুর দৃষ্টি। এখানেও নয়। এখনও অনেক দূর। অনেক দূর যেতে হবে তাকে। জায়গায় জায়গায় মটরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে ট্রামটা। দু' একটা রিক্‌শা। রিক্‌শাগুলো পেছনে পড়ে রইল। রিক্‌শায় কি আর এতদূর সে আসতে পারতো!

—ও খুকু, এখানে বোস এসে—দাড়িওয়ালা একটা লোক তাকে ডাকলে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুকু চেয়ে দেখলে লোকটার মুখখানা একেবারে দাড়ি-গোঁফের আড়ালে ঢেকে গেছে। একটু ভয় হলো তার। তবু দ্বিধা না করে লোকটার পাশে বসলে। সারা ট্রামে লোক ভর্তি, লোকটা দয়া করে তাকেই বসতে দিয়েছে। বসে একটু আরাম হোল তার। এখানেও নয়। আরো দূরে—অনেক দূরে তাকে যেতে হবে। বিকেল হয়ে আসছে। শশধর এখনি তাকে দুধ আর খাবার খাওয়াতে ঘরে আসবে। এসে দেখবে—খুকু নেই। ভারি মজা। যেমন পাজী শশধরটা তেমনি জব্দ।

হু হু শব্দে ট্রাম চলেছে। চলতে চলতে এক জায়গায় এসে থামে, কিছু লোক নামে, কিছু ওঠে। ভিড় আর কমে না। খুকু জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলে—এ একেবারে আজব জায়গা। রাস্তাটা এখানে সরু হয়ে এসেছে। দু'পাশে অনেক টিনের চালা। লুঙ্গী-পরা সব লোক। এখানেও নয়। একেবারে অনেক দূরে যেতে হবে তাকে। রাস্তার মোড়ের সেই দেবদারু গাছটা কখন পেরিয়ে এসেছে, সেই দোতলা বাড়ির চুড়োটাও ছাড়িয়ে এসেছে। এবার যেন মনে হচ্ছে সে বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছে।

—টিকিট ? খাকি পোশাক-পরা কণ্ডাক্টার এসে দাঁড়িয়েছে সামনে।

—আপনার টিকিট ?

পয়সা নেয় আর টিকিট দেয় লোকটা।

—আপনার টিকিট ?

যে-যার পকেট থেকে পয়সা বার করছে আর দিচ্ছে, তার বদলে টিকিট নিচ্ছে।

—খুকি তোমার টিকিট ?—তার দিকে হাত বাড়ালে খাকি পোশাক-পরা লোকটা।

খুকু মনে মনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু বাইরে গম্ভীর ভাব দেখালে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বললে—টিকিট আমার দরকার নেই—

উত্তর শুনে আশে পাশের লোকগুলো তার দিকে চাইলে।

কণ্ডাক্টারটা কিন্তু বড় একরোখা। আরো অনেক লোক রয়েছে তাদের টিকিট দাও না বাপু! কতটুকুই বা জায়গা সে নিয়েছে তোমাদের। সে তো এইটুকু মেয়ে। কতই বা ভারী হবে। তোমাদের ট্রাম তো চালাতেই হোত! আমি না উঠলেও চালাতে, উঠলেও চালাচ্ছ। ধরে নাও না আমি উঠিনি। তা ছাড়া অর্ধেক রাস্তা তো সে দাঁড়িয়েই এসেছে।

—তোমার সঙ্গে কে আছে?

—কে আবার সঙ্গে থাকবে, আমি তো একলা—বললে খুকু।

—তা হলে পয়সা দাও—তাগাদা দিলে লোকটা।

—পয়সা আমার কাছে থাকলে তবে তো দেব, বাবা কি আমাকে পয়সা দেয়?—বললে খুকু।

লোকটা নাছোড়বান্দা। বললে—ভারি মজা তো মশাই, যাবে কোথায় খুকি?

খুকু গম্ভীর চালে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—সে অনেক দূর—

চারিদিকে হাসির রোল উঠলো। সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি পড়লো খুকুর ওপর।

—খুকী বাড়ি কোথায় তোমার?

—বাবার নাম কি জান?

অসংখ্য সব প্রশ্ন এসে ঘিরে ফেলল তাকে। সবাই যেন একযোগে তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। সবাই যেন পরোপকার করতে ব্যস্ত একেবারে। একটা কথারও জবাব না দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে রইল খুকী। কারোর কথার সে উত্তর দেবে না।

একজন বড় বেশীরকমের নাছোড়বান্দা লোক ছিল। সে লোকটা নিজের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জায়গা ছেড়ে উঠে এসে তার সামনে নিচু হয়ে জিগ্যেস করলে—বাড়ি কোথায় বলতো তোমার খুকী ?

খুকু রেগে গেল। বললে—হ্যাঁ, বাড়ির ঠিকানা বলে দিই, আর তুমি শশধরকে গিয়ে বলে দাও—

হাসির রোল উঠলো আর এক তোড়। কেউ কেউ অবাক্ও হোল কম নয়। এতটুকু মেয়ের খুব ক্যাঁট্কেটে কথা তো। বেশ পাকা মেয়ে যা হোক। নিশ্চয় বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে মেয়েটা। ও আর দেখতে হবে না। কালে কালে হোল কি। আজকাল ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাড়ি থেকে পালাতে শিখেছে!

এতক্ষণে পাশের দাড়িওয়ালা লোকটা কথা বলে উঠলো—

—ও তুমি বুঝি শশধরবাবুর মেয়ে! কি আশ্চর্য! তাই বলি মুখটা চেনা চেনা ঠেকছে, আরে মশাই এ যে আমার পাশের বাড়ির লোক—ইস্, এতক্ষণ শশধরবাবু বোধ হয় ভেবে ভেবে অস্থির হচ্ছেন—কি আশ্চর্য—

—চেনেন নাকি আপনি ?

—শশধরবাবুকে চিনিনে মশাই, পাড়া প্রতিবেশী লোক, চল্লিশ বছর পাশাপাশি বাস করছি আর চিনতে পারবো না—চল, সব কাজ আমার পড়ে থাক, চল তোমাকে আগে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি, কি গেরো—

দাড়িওয়ালা লোকটি দাঁড়িয়ে উঠে বললে—এস, আমার হাত ধর, তোমার বাবার হাতে জিম্মা দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ—

খুকু কিছুতেই যাবে না। বলে—কে বললে আমার বাবার নাম শশধরবাবু! শশধর তো আমাদের চাকরের নাম—

—এই বয়েসেই এত মিথ্যে কথা শিখেছ মা, কি হয়েছে খুলে বলো তো, মা বুঝি খুব মেরেছে ? তাই রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ। তা কিছু ভয় নেই, আমি শশধরবাবুকে গিয়ে বলে দেব'খন, তোমায় যেন না বকে—এস, খুকী, এস—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ট্রামসুদ্ধ সব লোক অভয় দিলে—যাও না খুকী, যাও, বাড়ি যাও, বাড়ির ওপর রাগ করতে আছে, তোমার বাবা কিচ্ছু বলবে না,—বকবে না, মারবে না—যাও—

একরকম জোর করেই ট্রামসুদ্ধ লোক খুকুকে ধরে ট্রাম থেকে নামিয়ে দিলে।

দাড়িওয়ালা লোকটাকে দেখে খুকুর যেন কেমন ভয় করতে লাগলো। তাকে নামিয়ে দিয়ে ট্রাম চলে গেল।

—আমি যাবো না তোমার সঙ্গে—বললে খুকু।

এস লক্ষ্মীটি গোল করো না—বলে দাড়িওয়ালা লোকটা তাকে কোলে তুলে নিলে।

—আমি কামড়ে দেব তোমার হাতে—রেগে গিয়ে বললে খুকু।

—না না, আমি তোমায় কত কি দেব, লেবেঞ্চুস কিনে দেব, অনেক পয়সা দেব—বললে দাড়িওয়ালা। পয়সার কথাটা শুনে শান্ত হোল খুকু। তার যদি অনেক পয়সা থাকতো তাহলে এমন করে জোর করে তাকে ট্রাম থেকে নামিয়ে দিত না। পয়সা থাকলে রোজ সে অনেক দূরে যেত।

দাড়িওয়ালা লোকটা তাকে কোলে করে নিয়ে অনেক দূর চলতে লাগলো। তারপর একটা গলির ভেতর এসে একটা বাড়িতে কড়া নাড়তে লাগলো। যেমন বিশ্রী নোংরা জায়গাটা। দাড়িওয়ালা লোকটা চীৎকার করে ডাকলে—ও সেরাজু, সেরাজু, দরজা খোল্—

দরজা খুলে দিলে একজন মেয়েমানুষ। তার চেহারা দেখে আরো ভয় লাগলো খুকুর। এ তাকে কোথায় নিয়ে এসেছে লোকটা।

সেরাজু বললে—এ কে গা?

—চুপ কর্—মুখে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করলে দাড়িওয়ালা।

ভেতরে গিয়ে তক্তপোশের ওপর বসিয়ে দিলে খুকুকে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। রান্না ঘরের ধোঁয়া আসছে চারদিক থেকে। দম আটকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসছে খুকুর। সে কাশতে লাগলো। এতক্ষণ বোধহয় তার বাবা অফিস থেকে এসে গেছে। শশধর হয়ত খুঁজতে বেরিয়েছে তাকে।

—কিছু খাবে খুকী? খিদে পেয়েছে?—দাড়িওয়ালা জিগ্যেস করলে।

—আমি কিছু খাবো না, আমায় পয়সা দেবে বলেছিলে, পয়সা দাও—বলে খুকু।

দেব'খন পয়সা -

—না আগে দাও, নইলে চেঁচাবো—ভয় দেখালে খুকু।

দিতেই হোল পয়সা। দাড়িওয়ালা লোকটা ব্যাগ বার করে একটা ফুটো পয়সা দিলে খুকুকে। খুকুর আর ভাবনা নেই। এবার সে ট্রামে উঠে বুক ফুলিয়ে টিকিট চাইতে পারবে। আর নয়ত রিক্শায় চড়বে। যেখানে অনেক দূর—ট্রামে চড়ে সে সেইখানে যাবে।

তাকে বসিয়ে রেখে দাড়িওয়ালা দরজায় ভালো করে খিল লাগিয়ে দিয়ে ভেতরে গেল।

সেরাজু বললে—কী মতলব গা তোমার?

—কিছু টাকা পেটবার মতলব, আর কিছু নয়, মেয়েটাকে চুরিও করবো না, বেচবোও না—

—না বেচলে কে তোমায় টাকা দেবে, ওই এক ফোঁটা মেয়ের রূপ দেখে?—সেরাজু জিগ্যেস করলে।

দাড়িওয়ালা বললে—রূপ দেখে টাকা দেবে কেন? চেহারা দেখে বুঝছো না, ও মেয়ে খুব বড়লোকের ঘরের মেয়ে? দু'চারি দিন ওকে এখানে লুকিয়ে রাখি, তারপর ওর বাবা কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেই। মেয়েকে যে ফিরিয়ে দিতে পারবে তাকে মোটা টাকাও দেবে, হাজার না দিক পাঁচশো কি দু'শোও তো দেবে—মোফত্ আসছে টাকাটা—

—ও একরকম চুরিই তো—সেরাজু বললে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাড়িওয়ালা লোকটা

দাড়িওয়ালা বললে—তা চুরি না করে বড়লোক হয়েছে কেউ ছুনিয়ায় দেখেছ ?

—তা যা হোক ওর খাওয়ার শোয়ার একটা ব্যবস্থা করে দাও দিকি—বলে দাড়িওয়ালা ওঘরে ঢুকে দেখে মেয়েটা নেই। এই তো তক্তপোশের ওপর বসিয়ে রেখে গিয়েছিল ! পালালো নাকি ? দরজার খিলটা খোলা। নিশ্চয়ই পালিয়েছে। দাড়িওয়ালা দরজা পেরিয়ে রাস্তায় এসে এদিক ওদিক দেখলে। কোথাও নেই, গেল কোথায় !

খুকু তখন ছুটছে। ছুট, ছুট, ছুট। সকাল বেলা শশধরের হাত থেকে পালাবার সময় যেমন ছুটেছিল।

চারদিকে অন্ধকার করে এসেছে। ছ'চারটে পাশে পাশের দোকানে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। খুকুর কোনও দিকে খেয়াল নেই।

বড় রাস্তার ওপর এসে একটা রিকৃশা পাওয়া গেল। খুকু টপ্ করে রিকৃশায় উঠে বসেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বললে—চল শিগ্‌গির—

—কোথায় ? জিগ্যেস করলে রিক্‌শাওয়ালাটা।

এতটুকু ছোট এক সোয়ারীকে দেখে রিক্‌শাওয়ালা যেন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। তবু রিক্‌শাটা টানতে টানতে নিয়ে চলল।

খুকু বললে—শিগ্‌গির চলো, শিগ্‌গির—

সত্যি সত্যি রিক্‌শাওয়ালাটা জোরেই চলতে লাগলো। ঠুনঠুন করে ঘন্টা বাজিয়ে তালে তালে চলেছে। অনেক দূর যেতে হবে এবার। এবার আর কারুর সঙ্গে সে কোথাও যাবে না। তার কাছে পয়সা আছে—তার ভাবনা কি! আজ আর খুকু বাড়ি ফিরছে না। অনেকদিন পরে সে সুযোগ পেয়েছে। আজ সে সোজা গিয়ে অনেক দূর যাবে। বেশ অন্ধকার ঘনিয়ে এল। রাত্তির হচ্ছে। এদিকটা রাস্তার দুপাশে ব্যাঙ ডাকছে। ছোট ছোট দোকান। কেরোসিন তেলের আলো।

রিক্‌শাওয়ালাটা ভেবেছিল ছোট মেয়েটি বোধ হয় রিক্‌শা ডাকতে এসেছিল। বাড়ি থেকে বাবা মা কেউ যাবে। কিন্তু এখন দেখছে যে সোজা চলছেই সে। একটা রাস্তার মোড়ে এসে থামলো রিক্‌শাওয়ালা।

বললে—কোন্ দিকে যাবে খুকী ?

—ওই দিকে—আরো দক্ষিণ দিকে দেখিয়ে দেয় খুকু।

খুকী রিক্‌শার ওপরে আরাম করে হেলান দিয়ে বসে আছে। বেশ নিশ্চিন্ত আরামের ভাব তার মুখে।

আর এক চৌমাথার কাছে আসতেই রিক্‌শাওয়ালা আবার থেমে গেল।

বললে—কোথায় যাবে খুকু ?

খুকু বললে—অনেক দূর—

অনেক দূর কোথায়—?

খুকু বললে—নাম জানি না, কিন্তু সে এখনও অনেক দূর। আমাদের বাড়ি থেকে রাস্তার মোড়ে যে দেবদারু গাছটা দেখা যায় সেটা পেরিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বড় দোতলা বাড়িটার চুড়ো ছাড়িয়ে আরো অনেক···অনেক···অনেক দূর···

এবার রিক্‌শাওয়ালার সত্যিই সন্দেহ হোল। মেয়েটার মাথা খারাপ নাকি!

বললে—পয়সা আছে তো তোমার কাছে?

খুকু বললে—নিশ্চয় আছে, এই নাও—বলে একটা ফুটো পয়সা রিক্‌শাওয়ালার হাতে দিলে।

রিক্‌শাওয়ালা এবার বুঝে নিয়েছে ব্যাপারটা! মুখে কিছু বললে না। একটা পুলিশ দাঁড়িয়েছিল, সোজা সেখানে গেল। রিক্‌শাওয়ালা বললে—সিপাইজী, এই দেখ, এই মেয়েটি এতক্ষণ আমার রিক্‌শায় চলছে, এখন পয়সা চাইতে এই একটা পয়সা দিচ্ছে—

—ওর বাড়ি কোথায়? সেপাই জিগ্যেস করলে।

—কে জানে কোথায় বাড়ি! খুকী তোমার বাড়ি কোথায়? জিগ্যেস করলে রিক্‌শাওয়ালা।

—হ্যাঁ, বাড়ির ঠিকানা বলি, আর তোমরা শশধরকে গিয়ে বলে দাও—বলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল খুকু।

কিছুটা আন্দাজ করতে পারলে সিপাইজী। বললে—চল, থানায় চল—রিক্‌শাওয়ালা খুকুকে রিক্‌শায় বসিয়ে নিয়ে চললো সেপাইজীর পেছন পেছন।

থানায় ইনস্‌পেক্টারবাবু বসেছিলেন। সেপাই আর রিক্‌শাওয়ালার কোলে সেই মেয়েটিকে দেখেই আর কথাবার্তা বললেন না। টেলিফোনটা তুলে নিলেন।

টেলিফোনে মুখ রেখে বললেন—কে, মিস্টার চৌধুরী? আমি টালিগঞ্জ থানা থেকে বলছি—পেয়ে গেছি মশাই আপনার মেয়েকে, এই এখুনি আমার সেপাই নিয়ে এল—আপনি এখুনি চলে আসুন—এখুনি।

খুকু চুপ করে এতক্ষণ কথাগুলো শুনছিল। তার বাবার সঙ্গে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা কইছে নাকি। এবার হয়ত ধরে ফেলবে তাকে। কোল থেকে নামবার চেষ্টা করলে—বললে—নামিয়ে দাও আমাকে, আমি চলে যাবো—

ইনস্‌পেক্টরবাবু বললেন—গোল কোর না, চুপ করে থাকো, এখুনি তোমার বাবা আসছে—

অনেক রাত হয়েছে তখন। বিছানায় বাবার পাশে শুয়ে আছে খুকু। অন্ধকার ঘর।

খুকু ডাকলে—বাবা, ও বাবা, ঘুমিয়ে পড়লে?

—কি বলছ খুকু—ঘুমের মধ্যে অস্পষ্ট উত্তর এল বাবার।

—মা কোথায় গেছে বল না—আবার জিগ্যেস করলে খুকু।

—সে তো তোমায় বলেছি, অনেক দূরে, অনেক…অনেক…অনেক দূরে…ওই দেবদারু গাছটা পেরিয়ে, বড় দোতলা বাড়ির চুড়োটা ছাড়িয়ে আরো অনেক দূরে…

—আজকে তো আমি অনেক দূরে গিয়েছিলুম ট্রামে চড়ে রিক্‌শায় চড়ে অনেক—অনেক—অনেকদূরে—মা তো নেই—

—মা আসবে এখন, তুমি এখন ঘুমোও তো—বাবা বললে।

তারপর আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। অন্ধকার ঘরের ভেতরে উসখুস করতে লাগল খুকু।

খুকু জিগ্যেস করলে—একটা পয়সা দেবে বাবা?

—পয়সা কি করবে?

—পয়সা দিয়ে আর একটা মা কিনবো—বললে খুকু।

বাবা কোনও উত্তর দিলে না। অন্তত কথাটা শুনে বাবা হাসলে, না গম্ভীর হয়ে গেল অন্ধকারে খুকু তা দেখতে পেলে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org
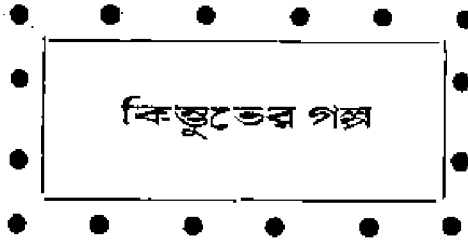
কিম্ভূতের গল্প

মাংস তখন সেদ্ধ হচ্ছে। বেশ চন্‌চনে খিদে। চারদিকে আমরা গোল হয়ে কাঞ্চনদা'র গল্প শুনছি। আরম্ভ হয়েছিল মহাভারতের গল্প নিয়ে। তারপর শুরু হোল ইতিহাসের গল্প। তারপর দেশ-বিদেশের গল্প।

শেষে ফট্‌কে বললে—এবার একটা ভূতের গল্প বলো কাঞ্চনদা'—

রাত বারোটা বাজতে চললো।

পঞ্চা উঠে গিয়ে মাংসটা একবার পরখ করে দেখে এল। হোল কি মাংসটার। ঝাড়া দেড় ঘণ্টা হয়ে গেল মাংসের আর সেদ্ধ হবার নাম নেই।

সবারই খিদে পেয়ে গেছে। বিরাট বাগান-বাড়িটার হলঘরে আমরা বসে আছি। কলকাতা থেকে দশ মাইল উত্তরের একটা বাগান। এত রাত্রে শেষ পর্যন্ত যদি মাংসটা সেদ্ধ না হয়—শুধু ভাত আর নুন খেয়ে পেট ভরাতে হবে।

তা কাঞ্চনদা'র গল্প শুনলে মানুষ সত্যিই খিদে ভুলে যায় বৈকি।

কাঞ্চনদা' আরম্ভ করলেন :

একটা নতুন ধরনের ভূতের গল্প বলি শোন্—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেবার পুজোর পর সবাই মিলে রাঁচিতে গিয়েছি। কাকীমার হজমের গোলমাল, ভালো খিদে হয় না বলে ডাক্তার রাঁচিতে হাওয়া বদলাতে বলেছে। সঙ্গে আছেন কাকাবাবু, কাকীমা, খুড়তুতো ভাই পলটু আর বিলটু, আমার ছোড়দা আর ছোট বৌদি আর আমি।

হু'দিন হু'রাত বেশ নির্বিবাদে কাটলো—তৃতীয় দিন সন্ধ্যেবেলা পর্যন্তও বেশ কাটলো। গোলমাল বাধলো রাত্তির বেলায়—রাত ঠিক দেড়টার সময় থেকে উৎপাত শুরু হোল। পাশের হলঘরের দিক থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ আসতে লাগলো।

…খড়র্…খড়র্…খড়র্…

যেন বাগানের শুকনো অশথ্ পাতা মাড়িয়ে কে অতি সাবধানে হাঁটছে—তারপর হাঁটতে হাঁটতে ঘরের ভেতরে এল যেন।

সমস্ত দিনই সকলের পরিশ্রম গেছে। হুড্রু ফল্স-এর রাস্তায় পাহাড়ের ওপর পিকনিক করতে যাওয়া হয়েছিল সবাই মিলে। সারাদিন বেড়ানো,গ্রামোফোন

কাকীমা

www.BanglaBook.org

বাজানো, ছোড়দার ফোটো তোলা, তারপর খাবারের বাক্স খুলে বিকেল বেলাই পেট ভরে খাওয়া হয়েছে। ফিরে এসে রান্না তৈরি হয়ে থাকারই কথা। কিন্তু এসে দেখা গেছে ঠাকুরটার অসুখ। রান্না চড়ায় নি। ঘরে শুয়ে শুয়ে জ্বরে ধুঁকছে।

একটু সকাল সকালই সবাই শুয়ে পড়েছি।

কাকাবাবু আর কাকীমা শুয়েছেন হলঘরের একপাশে ছাদে ওঠবার সিঁড়ির দিকে। ছোড়দা আর ছোট বৌদি পশ্চিমের ঘরে। আমি একলা একটা ঘর পেয়েছি। আর পলটু আর বিলটু শুয়েছে আমারই পাশের ঘরে।

সন্ধ্যে আটটার পরেই সবাই যে-যার ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়েছি।

সেই আটটা থেকে এখন—এই রাত দেড়টা পর্যন্ত চোখে ঘুম নেই। ঘড়িতে ন'টা, সাড়ে ন'টা, দশটা, সাড়ে দশটা—একে একে সব ক'টা বাজা'র শব্দ শুনতে পেয়েছি। প্রত্যেকটি মুহূর্ত চোখের সামনে দিয়ে টিমে তালে বয়ে চলেছে, এমন সময় আবার সেই আওয়াজ—খড়র্... খড়র্...খড়র্...খড়র্...শুক্‌নো পাতার ওপর হেঁটে চললে যেমন শব্দ হয় —ঠিক তেমনি! ভয়ে সমস্ত শরীর ছমছম করে উঠলো।

এতক্ষণ খুব খিদে পাচ্ছিল। অর্থাৎ রাত্রের খাওয়াটা খাওয়া হয়নি আজ—খিদে তো পাবেই। কিন্তু ঠাকুরের অসুখ—কে রাঁধবে? কাকীমা বললেন—এই তো বিকেল বেলাই সব পেট ভরে গিললে—আজ রাত্রে আর খাওয়ার হাঙ্গামে দরকার নেই...কাল বরং ভোর বেলা লুচি আর আলুভাজা ক'রে দেব—

কাকীমার কথার ওপরে কেউ কথা বলবে এমন লোক আমাদের বংশে নেই। তার কারণ কাকাবাবু নিজেই কাকীমাকে বাঘের মত ভয় করেন।

কাকাবাবু বললেন—তা' তো বটেই, এই তো খেলাম গণ্ডেপিণ্ডে... মিছিমিছি কষ্ট করে দরকার নেই তোমার রাঁধবার—

www.BanglaBook.org

অর্থাৎ রাঁধতে হলে কাকীমা আর ছোট বৌদিকেই রাঁধতে হয়।

কাকীমা প্রস্তাব করলেন আর কাকাবাবু প্রস্তাব সমর্থন করলেন—এর ওপর আর কার কি বলবার থাকতে পারে ? সুতরাং হাত মুখ ধুয়ে যে-যার বিছানায় শুয়ে পড়া হয়েছে। কিন্তু শুধু শুয়ে পড়াই হয়েছে—আমার মোটেই ঘুম আসছিল না। পেটের তলা থেকে একটা ফাঁক যেন ওপরে উঠতে উঠতে গলায় এসে ঠেকে রয়েছে—

একবেলা না খেলে যে কী কষ্ট তা সেদিন জানলাম।

খিদের চোটে যখন সমস্ত রাতটাই কাবার হয়ে যাবার যোগাড়—যখন কাচের শার্সির ভেতর দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে বিছানায়—ঠিক সেই সময় ওই শব্দটা···খড়র্···খড়র্···খড়র্···খড়র্···

অন্য ঘরে সব নিস্তব্ধ। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ আসে শুধু। অর্থাৎ সবাই ঘুমুচ্ছে। একলা খিদের চোটে আমারই ঘুম নেই। একবার উপুড় হয়ে শুই, একবার কাত হয়ে। কিছুতেই আর পোড়া খিদেটাকে জুত করতে পারছিনে।

আর একবার শব্দ হোল—খড়র্···খড়র্···খড়র্···তারপরেই শব্দ হোল—কোঁত্···

একটা অজানা ভয়ে শিউরে উঠছে শরীর। অজানা, অচেনা জায়গা—এ বাড়িটার পূর্ব ইতিহাসও জানি না। কে জানে কোনও অশরীরী আত্মার আসা-যাওয়ার ব্যাপার আছে কিনা এখানে।

আওয়াজটা বেশ জোরেই হয়েছিল, কাকীমা জেগে উঠে বললেন—কে রে—কে— ?

হঠাৎ সমস্ত নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কারো কোনও সাড়াশব্দ নেই। এই একটু আগেই যে অস্বস্তিকর আওয়াজটা রাত্রির স্তব্ধতাকে ভেদ করে আশঙ্কার উদ্রেক করছিল, তা আর নেই। নিঃশ্বাস বন্ধ করে চুপ করে পড়ে রইলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কতক্ষণ কেটে গেল···

আবার সেই শব্দটা শুরু হয়েছে, কিন্তু এবার যেন অতি সন্তর্পণে, অত্যন্ত আস্তে। মনে হোল কাউকে ডাকবো নাকি! কিম্বা পলটু বিলটুর ঘরে গিয়ে শোব নাকি? কিন্তু সবাই তো ঘুমোচ্ছে। ওদের ঘুম মিছিমিছিই বা ভাঙাবো কেন। ওঘরে ছোড়দা', ছোট বৌদি, কাকাবাবু সবাই এখন ঘুমে অসাড়। একটু আগে কাকীমার সাড়া পাওয়া গিয়েছিল, এতক্ষণে কাকীমাও নিশ্চয়ই আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাইরের আকাশ থেকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরে। সেই ঘর থেকে একটু একটু ভেতরের বারান্দাটাও দেখা যায়। তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম। কোথাও কিছু দেখা যায় না।

পলটু

হঠাৎ মনে হোল বিদ্যুৎ চমকাবার মত যেন চমকে উঠলো একটা আলো। কিন্তু সেটা মুহূর্তমাত্র। তারপরেই আবার সমস্ত অন্ধকার। শুধু অন্ধকার চারিদিকে। যেটুকু ঘুম আসবার ভরসা ছিল তাও গেল। শব্দটা এক একবার শুরু হয় আর থামে।

এবার একেবারে চীৎকার করতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কে যেন আমার গলা বন্ধ করে দিলে। মনে হোল কে যেন নড়ছে ওখানে—ওই বারান্দার মধ্যখানে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কে ? কে ও ?—

চেহারাটা ঠিক যেন কাকাবাবুর মত। মাথার সামনের দিকে একটু-খানি সুগোল টাক। কৌতূহল হোল। সত্যিই কি কাকাবাবু নাকি! শব্দটা ঠিক ওখান থেকেই তো আসছে। বিছানা ছেড়ে উঠলাম। রহস্যের সমাধান করতেই হবে। জানলার ভেতর দিয়ে দেখলাম—পাশের খোলা বারান্দাটার মধ্যিখানে মেঝের ওপর কাকাবাবুই তো ব'সে। সামনে কতকগুলো কী সব রয়েছে, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না অন্ধকারে। কিন্তু এতরাত্রে কাকাবাবুই বা অমন করে ওখানে বসে করছেন কি! কাকাবাবুর কি যোগ করা অভ্যেস আছে নাকি! নামাজ পড়ার ভঙ্গীতে কী করছেন কাকাবাবু এমন করে! আর অমন শব্দই বা হচ্ছে কিসের ?

কাকাবাবুকে দেখে একটু সাহস পেলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় যেতেই কাকাবাবু দেখতে পেয়েছেন। প্রথমে একটু অবাক্ হয়েই গিছলেন বোধ হয়।

চুপি চুপি কাকাবাবু আমায় ডাকলেন—কে ? কাঞ্চন ? এদিকে আয় —আস্তে—তোর কাকীমা জেগে উঠবে—

ফিসফিস করে কথা।

কাকাবাবু আবার বললেন—ঘুম আসছিল না বুঝি ? ঘুম আসবে কী করে ? খিদে পেয়েছে তো ? পাবেই তো।—আমারও ঘুম আসছে না, কিছু পেটে না পড়লে ঘুম আসবে না—

এতক্ষণ সামনে নজর পড়েনি। দেখি সেই অন্ধকারেই কাকাবাবু একটা শতরঞ্জি পেতে নিয়েছেন। বিস্কুটের টিন খোলা। ওপরের খড়খড়ে কাগজটা খোলবার শব্দই এতক্ষণ পাচ্ছিলাম তা'হলে!

কাকাবাবু বললেন—আর সবাই বেশ আরামে ঘুমুচ্ছে—কেবল তোর আর আমার ঘুম নেই—খা, বিস্কুট খা—

মাখনের কৌটোটাও আনতে ভোলেন নি কাকাবাবু। ছুরি দিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাখন মাখিয়ে একটা মুচমুচে বিস্কুট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। নিজেও নিলেন একটা।

কাকাবাবু আবার বললেন—পেটে খিদে থাকলে ঘুম কি আসে?...তা বেশি জোরে চিবোস্ নি—কাকীমা আবার এখনি টের পেয়ে জেগে উঠবে—

কাকীমাকেই কাকাবাবুর পৃথিবীতে যত ভয়। কাকীমার মুখের সামনে কোনও কথার প্রতিবাদ করবার ভরসা নেই।

হঠাৎ কা'র যেন পায়ের শব্দ হোল। ফিরে দেখি ছোড়দা'।

ছোড়দা' কিছু বলবার আগেই কাকাবাবু বললেন—চুপ,একেবারে চুপ—কাকীমা জেগে উঠলেই সর্বনাশ—তোরও হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল নাকি?

ছোট বৌদি

ছোড়দা' বললে—ঘুম আসেই নি তার ভাঙবে কি! খিদের চোটে...

কাকাবাবু আস্তে আস্তে বললেন—তোর কাকীমার যেমন কাণ্ড... একটু নিজে রাঁধতে হবে বলে সকলকে উপোস করিয়ে—যা হোক্ আয় বোস এখানে—শুধু শুকনো পাঁউরুটিই কামড়ে কামড়ে পেট ভরানো যাক—

ছোড়দা'ও এসে শতরঞ্চির ওপর বসলো। একটা মাত্র পাঁউরুটি, তাও শুকনো তিনজনে মিলে কোন রকমে পেট ভরানো।

হঠাৎ পুব দিকের দরজা খোলার শব্দ হোল। পলটু, বিলটু দু'জনেই আসছে নাকি!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাকাবাবু হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—আস্তে আস্তে…অত শব্দ করিস নে—ওদিকে তোদের মা যে উঠে পড়বে…কি, ঘুম ভেঙে গেল অমনি?

—ঘুম আসেই নি মোটে খিদের জ্বালায়…ওরা বললে।

কাকাবাবু ভাবনায় পড়লেন। এই এতটুকু এক পাউণ্ডের এক টুকরো পাঁউরুটি পাঁচজনের কুলোবে তো! এখন পাথর খেলে পাথর হজম হয়ে যাবার যোগাড়।

কাকাবাবু বললেন—আমি ভাবলাম, আমি ছাড়া আর সবাই অঘোরে ঘুমোচ্ছে, কিন্তু সবাই যে এমন জেগে আছিস্ তোরা কি করে জানবো। এখন উপায়! কী করে এতগুলো পেট ভরানো যায়। এত খিদে শেষে যদি নাড়ি ভুঁড়ি সুদ্ধু হজম হয়ে যায়? কিন্তু খুব সাবধান—তোর কাকীমা যেন জেগে না ওঠে—

যেটুকু পাঁউরুটি ছিল তাই শ্লাইস্ করে কাটা হোল। মাখন মাখানো হোল। সেই কনকনে শীতের রাত্রে খোলা বারান্দায় বসে, হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে উত্তর দিক থেকে—সবাইকে যেন এক সঙ্গে ভূতে পেয়েছে। সেই ভূতে পাওয়াতে ঘুম আসছে না, শীত লাগছে না—এ ভূত বড় অদ্ভুত! কাকার বয়েস পঁয়ষট্টি বছর, পলটু বিলটুর বয়েস তেমনি আমাদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট—সকলকে একসঙ্গে এ ধরেছে। একদিকে শীত আর একদিকে ঘুম, আর দু'এর ওপর খিদে—এই তিন মিলে সবাইকে এক-জায়গায় জুটিয়ে দিয়েছে।

হঠাৎ ছোট বৌদি এসে হাজির পেছন থেকে।

কাকাবাবু বললেন—বোস বৌমা, বুঝতে পেরেছি, তোমারও ঘুম আসেনি। আসবে কি করে? এই শীতে পেটে কিছু না পড়লে কি ঘুম আসে? যাক্—এই পাঁউরুটিটা দু'ভাগে ভাগ করে ফেল তো বৌমা—খুব আস্তে, ওই বিস্কুটগুলো আমিই সব একা শেষ করে দিয়েছি, তখন তো

www.BanglaBook.org

জানিনা যে বাড়িসুদ্ধু লোক সবাই জেগে—নইলে কিছু রেখে দিতাম তোমাদের জন্যে···

ছোড়দা' বললে—একটু চিনি হ'লে ভালো হোত বেশ—

—নিশ্চয়ই, চিনি না হ'লে কি পাঁউরুটি খাওয়া যায়—চিনি চাই বৈকি। —কিন্তু খবরদার, কাকীমা যেন জেগে না ওঠে—জানতে পারলে বিপদ বাধাবে। অর্থাৎ শুধু চিনি কেন—ভাত রেঁধে খাওয়া হলেও কাকাবাবুর আপত্তি নেই, শুধু কাকীমা জানতে না পারলেই হোল।

এক খণ্ড পাঁউরুটি, তাকে ভাগ করতে কতটুকুই বা সময় লাগে। তবে শেষে গ্লাস দু'তিন জল খেলে পেটটা ভরলেও ভরতে পারে এবং তখন ঘুম আসবার আশা থাকলেও থাকতে পারে।

জলের কুঁজোটা আছে কাকীমা যে ঘরে শোন সেইখানে। সেখানে গিয়ে জল গড়িয়ে খাওয়া চলবে না। কোনও অসাবধান মুহূর্তে একটু শব্দ করে ফেললেই ব্যস্! কাকীমা জেগে উঠে সে এক অগ্নিকাণ্ড বাধাবেন।

কাকাবাবু বললেন—তার চেয়ে কুঁজো গ্লাস সব এখানে নিয়ে এস কেউ —কাঞ্চন তুই যা—

আমি অন্ধকারে পা টিপে টিপে গিয়ে কুঁজো নিয়ে চলে এলাম।

ছোড়দা' বললে—চিনি ?

ছোট বৌদি বললেন—চিনি তো ভাঁড়ার ঘরে আছে। ঠিক শেলফ্-এর কোণে প্রথম তাকে—

কাকাবাবু বললেন—তা' কাঞ্চন তুই যা—তুই একটু ধীর স্থির আছিস্ এদের মধ্যে—

শেষকালে আমাকেই চিনি আনতে যেতে হোল। হলঘর পেরিয়ে ভাঁড়ার ঘরে যেতে হবে। পা টিপে টিপে অন্ধকারে দিক ঠিক করে আন্দাজে ভাঁড়ার ঘর লক্ষ্য করে চলেছি। হঠাৎ যেন কা'র পা আচমকা মাড়িয়ে দিলাম। মাড়িয়ে দিয়েই এক নিমেষে ঘর ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে গেছি—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাকাবাবু

পালিয়ে যেখান দিয়ে পেরেছি একেবারে জ্ঞান-শূন্য হয়ে বাগানে গিয়ে থেমেছি—

শুনতে পাচ্ছি কাকী-মার চীৎকার—কে, কে রে—কে পা মাড়িয়ে দিলে?—কে দৌড়ে পালালো—

কাকাবাবুর মাথায় বজ্রাঘাত। কাঞ্চনটা শেষে এই করলো। মাথা হেঁট করে বসে রইলেন। ছোড়দা, পলটু, বিলটু অপ্রস্তুত। ছোট বৌদি মাথার ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিয়ে পাঁউরুটি চিবোতে লাগলেন। এর শেষ কোথায় হবে কে জানে?

আর আমি? আমি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছি। একে 'বিপরীত' খিদে তায় শীত, তায় আবার গভীর রাত—রাত প্রায় দু'টো—

কাকীমা সহজে থামবার পাত্র নন। একটা ফয়সালা করে তবে ছাড়বেন। তড়াক্ করে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছেন। উঠে নিজের ঘরের আলোর সুইচটা জ্বেলেছেন। কেউ কোথাও নেই। ও মানুষ কোথায় গেল? পলটু বিলটুর ঘরে আলো জ্বেলেছেন—বিছানা ফাঁকা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওরা কোথায় গেল এত রাত্রে। ছোড়দা'র ঘরের দরজাও খোলা। সে-ঘরেও ঢুকে আলো জ্বেলে দেখলেন কাকীমা। ঘর ফাঁকা। আমার ঘরেও কাকীমা ঢুকেছিলেন। কেমন যেন হঠাৎ এক মিনিটের জন্যে একটু ভয়-ভয় করতে লাগলো কাকীমার। কোথায় গেল সব! তবে কি নিজে ছাড়া আর সবাই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

কাকীমা ছাড়লেন না।

শেষে এঘর-ওঘর, বারান্দা, ভাঁড়ার ঘর সব দেখতে লাগলেন। সব শেষে উত্তরের খোলা বারান্দায় এসে আলো জ্বালতেই চক্ষুস্থির!—বেয়াক্কেলে বুড়ো মানুষ, ছেলেপিলে বৌমাকে পর্যন্ত নিয়ে অন্ধকারে ঠাণ্ডায় বসে বসে পাঁউরুটি চিবোচ্ছে। এত খিদে, এত পেটের জ্বালা।

মাথা কাকাবাবুর হেঁটই ছিল—আরো হেঁট হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ হতবাকের মত চেয়ে থেকে কাকীমা বললেন—তোমাদের যদি এতই খিদে তবে রান্না করলেই হোত—মিছিমিছি এই খিদে নিয়ে তোমরা সবাই খেতে চাইলে না—আর এখন দিব্যি পাঁউরুটি কামড়াচ্ছ—

কাকাবাবু এবার মাথা তুললেন—হ্যাঁ ঠিকই তো বলেছ—তখন তো বউমা বললেই পারতে খোলাখুলি যে রাত কাটবে না—

—তুমি থামো—থামিয়ে দিলেন কাকীমা—এতো বয়েস হোল এখনও বেয়াক্কেলেপনা গেল না—তুমিও তো দেখছি খাচ্ছ—মুখে এক গাল ভর্তি রয়েছে—কে সকলকে ডেকে আসর জমালে শুনি—

কাকাবাবু কথা বলতে পেয়ে বেঁচে গেলেন যেন—

—ডাকতে হবে কেন? আমি কি কাউকে ডেকেছি? সবাই নিজে থেকেই এসেছে—বিশ্বাস না হয় বৌমাকে জিগ্যেস করো—

—আর বৌমাকে সাক্ষী মানতে হবে না—

কাকীমা বললেন—এস বৌমা, উনুনে আগুন দাও তো—

—এখন, এত রাত্তিরে? কাকাবাবু প্রশ্ন করলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—তোমাকে আর দরদ দেখাতে হবে না। নাও, ওঠ বৌমা, উনুনে আঁচটা দিয়ে দাও, আমি খিচুড়ি চড়িয়ে দিচ্ছি—

সেই রাত আড়াইটের সময় উনুনে আগুন দেওয়া হোল। তারপর সকলের খাওয়া যখন শেষ হোল তখন রাত প্রায় চারটে। মুরগি ডাকতে শুরু করেছে। সন্ধ্যেবেলা যে-ভূত উৎপাত আরম্ভ করেছিল—রাত চারটের সময় সে ঠাণ্ডা হোল। আর এক মিনিট দেরি নয়। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সকলের নাক ডাকতে শুরু করলো। পরদিন সকাল ন'টার আগে আর কারুর ঘুম ভাঙলো না।

কাঞ্চনদা' গল্প শেষ করলেন।

ফট্‌কে বললে—এই কি তোমার ভূতের গল্প কাঞ্চনদা'—এতো খিদের গল্প—

কাঞ্চনদা' বললেন—খিদে যে ভূতের বাবা কিম্ভূত রে! ভূতে পেলে তবু তো ছাড়ে, কিন্তু কিম্ভূতে পেলে আর ছাড়ান-ছিড়েন নেই। ভূত থাকুক গে যাক্—ওই কিম্ভূতটা যদি না থাকতো তো পৃথিবীতে এই অশান্তি দাঙ্গা, যুদ্ধ কিছুই হোত না—কিন্তু তা বুঝি হবার উপায় নেই—

পঞ্চা উঠে দেখতে গেল মাংসটা সেদ্ধ হোল কি না। আজ মাংস যদি সেদ্ধ না হয় তো আজকেও আবার কিম্ভূতে ধরবে আমাদের সকলকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

ছোটবাবুর বাঁদরামি

নেপালের জঙ্গীপাহাড়ে একরকম বাঁদর আছে দেখতে ঠিক লাট্টুর মতন। বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে দৌড়োয়। চেন্ বেঁধে ছেড়ে দাও, দিনরাত চরকির মত ঘুরবে। ঘুরতে ঘুরতে খাবে, আবার রাত্তির বেলা ঘুরতে ঘুরতেই ঘুমোবে। সেবারে লণ্ডনের এক একজিবিসনে সেই বাঁদর দেখিয়ে এক সাহেব চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড উপায় করেছিল। কিন্তু ও-জাতটা দিন দিন কমে আসছে—জঙ্গীপাহাড়েই বড়জোর খুঁজলে দশটা কি বারোটা পাওয়া যাবে। ধরা ভারি শক্ত। একটা ধরতে পারলেই হাজার চল্লিশ টাকা লাভ—

কথাটা শুনে সবাই আমরা হেসে উঠলুম। নেনোটা বরাবরই ব্লাফ দেয়। গোবরডাঙা থেকে ঘুরে এসে হয়ত বলে—গাজিয়াবাদ থেকে আসছি। নেনোকে আর আমাদের চিনতে বাকি নেই।

সবাইকে হাসতে দেখে নেনো আরও নাছোড়বান্দা হয়ে উঠলো। রাগতভাবেই বললে—পট্‌লাকে জিগ্যেস কর—বিশ্বাস না হয় পট্‌লাকেই জিগ্যেস কর্—

পট্‌লা এক কোণে বসে বই পড়ছিল। আমাদের মধ্যে পট্‌লাই

www.BanglaBook.org

একটু ভাবুক মানুষ। পড়াশোনা আছে। পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা করে। এক কথায় এই বয়সেই ভারিক্কী। সবটা শুনে নিয়ে সে বললে—নেনো যা বলেছে নেহাত বাজে কথা নয়। খবরের কাগজেই তো বেরিয়েছে—নেপালের জঙ্গীপাহাড়টা ওই বাঁদরগুলোর জন্যেই তো বিখ্যাত হয়ে উঠলো। চল্লিশ হাজার কেন, একজন আমেরিকান তো গেল-মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রাইজ ডিক্লেয়ার করলে ওই বাঁদরের জন্যে—কেউ পারলে না—চারজন নেপালী প্রাণ হারাল গাছ থেকে পড়ে—শুনছি নাকি নেপাল গভর্ণমেণ্ট থেকে ওই বাঁদর ধরা নিয়ে একটা আইনও পাস হবে শীগ্‌গির—

পট্‌লার কথা শুনে সকলেই চুপ করে গেল। নেনোর সব কথা তা'হলে ব্লাফ্‌ নয়।

নেনো জো পেয়ে গেল। বললে—তোরা ভাবিস্‌ বাঁদর বুঝি একরকমই হয়—পট্‌লাকে জিগ্যেস কর্‌—ও জানে বাঁদর কত রকম জাতের আছে—

পট্‌লাকে ভাবতে হলো না। পট্‌ করে বললে—তিনশো সাইত্রিশ রকমের বাঁদর আছে পৃথিবীতে—তার মধ্যে তেরো রকম বাঁদরের এখন আর অস্তিত্বই নেই। তোরা তো কিছু খবর রাখবিনে, কিছু বই পড়বিনে—আর তা'ছাড়া তোদেরই বা দোষ কী! আমার বড়কাকার অফিসের খাস বড়সাহেবই তো জানতো না—এবং এই নিয়ে এক মজার কাণ্ডও ঘটে—

বড়কাকার অফিসের বড়সাহেব যে-খবর জানে না, তা না-জানা থাকায় আমরা সবাই একটু আশ্বস্ত হলাম বৈকি! পট্‌লার বড়কাকা কোন অফিসের বড়বাবু। বেজায় প্রতিপত্তি তাঁর অফিসে। সেই বড়কাকার অফিসের খাস বড়সাহেব কত রকম জাতের বাঁদর আছে জানতো না—এটা পট্‌লার কাছে কিন্তু বড় অপরাধের মনে হয়।

নেনো বললে—তা সাহেব হলেই কি আর বিদ্যের জাহাজ হয়—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা সবাই বললাম—বড়কাকার ব্যাপারটা তাহলে খুলে বল পট্‌লা—সবটা শুনি—

পটলা বলতে শুরু করে—

বড়কাকা একবার পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফিরে আসছেন। ডেলাং স্টেশনে গাড়ি থামতেই এক কাণ্ড দেখলেন। আপ্ ট্রেনের চাকার তলায় একটা বাঁদরী কেটে পড়ে আছে, আর তার পাঁচ ছ'দিনের বাচ্চাটা পাশে চুপ করে বসে। ট্রেন ছাড়বার

পটলা

আগেই ঝুপ্ করে নেমেই টুপ্ করে বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে গাড়িতে এসে ওঠেন বড়কাকা। তারপর থেকে আজ সাত বছর ওটাকে "মানুষ" করে আসছেন। বাঁদরটা এখন বড়কাকাকে ছেড়ে এক মিনিট কোথাও থাকতে পারে না। বড়কাকা হেঁটে হেঁটে অফিস যান, সঙ্গে সঙ্গে যায় বাঁদরটা। বাড়ির কাছেই অফিস। অফিসে গিয়ে চেয়ারের তলায় বসে বাঁদরটা। বড়কাকার পকেটে থাকে ছোলাভাজা। দেড়টায় টিফিন খান, তাকেও খেতে দেন। বড়বাবুর খোশামোদ করে অনেকে বাঁদরটাকে কলাটা মুড়িটা খেতে দেয়। কেউ কেউ আবার বলে ভারি ভদ্র বাঁদরটা আপনার। বড়কাকার ভয়ানক একটা মায়া জন্মে গিছল বাঁদরটার ওপর।

বেশ দিন যাচ্ছিল। কিন্তু মুশকিল হলো একদিন।

রবিন্‌সন্ সাহেব বিলেত চলে গেল রিটায়ার করে। তাঁর জায়গায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এল বম্পাস্ সাহেব। যেমন বাঁদরের মত লাল টকটকে মুখ, তেমনি জরদ্‌গব বুদ্ধি। একেবারে আনকোরা বিলিতী সাহেব। ইণ্ডিয়ায় এই প্রথম এল। ভারি একগুঁয়ে। বোঝালে বোঝে না—না বুঝলে রেগে যায়। কিন্তু বড়কাকা ছিলেন বনিয়াদী বড়বাবু। ন'টা বড়সাহেব চরিয়ে বড়বাবু হয়েছেন—তিরিশ বছরের চাকরি তাঁর; তাঁকে ভড়কে দেওয়া শক্ত। দু'দিনেই বম্পাস সাহেব জুজু হয়ে এল।...

একদিন বম্পাস্ সাহেব বড়কাকার ঘরে আসতেই বাঁদরটাকে দেখেছে। পোষ-মানা বাঁদর। সাহেবের জুতোয় মাথা ঠেকিয়ে সেলাম করে দিলে।

সাহেব ভারি খুশী। বললে—বড়বাবু, এ কা'র বাঁদর?

বড়কাকা বিনীত কণ্ঠে বললেন—মাই মাঙ্কি স্যার—

বড়কাকা ভেবেছিলেন অফিসের ভেতরে বাঁদর নিয়ে আসার জন্যে বকাবকি করবে সাহেব, কিন্তু উল্টো হলো।

সাহেব বাঁদরটাকে আদর করলে খানিকক্ষণ। তারপর ঘরে গিয়ে বড়কাকাকে ডেকে পাঠালে। বড়কাকা আসতে সাহেব বললে—ওই রকম একটা মাঙ্কি আমাকে দিতে পার বড়বাবু—আমি পুষবো—

বড়কাকা বললেন—নিশ্চয়ই পারবো হুজুর—কিন্তু অনেক দাম পড়বে যে—

—কত টাকা দাম লাগবে বল—সাহেব জিগ্যেস করলে।

—সাড়ে তিনশো—থ্রী হানড্রেড্ এণ্ড ফিফ্‌টি রুপিজ্ স্যার। কি ভেবে হঠাৎ মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেল তাঁর।

—অল্‌রাইট্—অল্‌রাইট্ বড়বাবু—বম্পাস্ সাহেব চেক-বই বার করে চেক লিখে দিলে।

তার কয়েকদিন পরেই বড়কাকা একটা বাচ্চা বাঁদর এনে দিলে সাহেবকে। সাহেব ভারি খুশী। পরদিনই বড়কাকার পঞ্চাশ টাকা ইন্‌ক্রিমেণ্ট হয়ে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাপরাসী

পটলা থামতেই আমরা সবাই বললুম—তারপর, তারপর কী ?

পটলা বললে—এতক্ষণ যা বললুম তা তো ভালোই, কিন্তু এইবার ছোটবাবুর গল্প।

বড়কাকার বয়েস নেহাত বেশী নয়। বড়কাকা রিটায়ার না করলে ছোটবাবু আর বড়বাবু হতে পারে না। বড়কাকা সেবার দু'মাসের ছুটি নিয়েছিল। এতদিন বড়সাহেবের কাছে ঘেঁষবার সুযোগ পেত না ছোটবাবু। এবার আসতে যেতে কারণে অকারণে বম্পাস্ সাহেবকে সেলাম ঠুকতে লাগলো ছোটবাবু।

একদিন সাহেবের ঘরে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে কাজ শেষ করে ফিরে আসবার সময়ে হঠাৎ ফিরে চেয়ে দেখলে, সাহেবের পায়ের তলায় সাহেবের পোষা বাঁদরটা শুয়ে আছে।

ছোটবাবু জিগ্যেস করলে—স্যার, আপনি কি এ-বাঁদরটা কিনলেন ?

বম্পাস্ সাহেব বাঁদরটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললে—বড়বাবু আমায় কিনে দিয়েছে—খুব কষ্ট্‌লি মাঙ্কি—অনেক দাম এর—

ছোটবাবু অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টে বাঁদরটার দিকে চেয়ে থেকে বললে—কত দাম পড়ল স্যার ?

—থ্রী হান্‌ড্রেড্ এণ্ড ফিফটি চিপ্‌স্—ভেরি কষ্ট্‌লি মাঙ্কি বাবু—

ছোটবাবু দাম শুনেই চম্‌কে উঠলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বললে—বলেন কি হুজুর, তিনশো পঞ্চাশ টাকা ? এ-বাঁদর যে তিন টাকায় পাওয়া যায়—টেরিটি বাজারে।

—বল কি বাবু ? তিন টাকা ?—বম্পাস্ সাহেব আকাশ থেকে পড়লো যেন—লাল মুখ তার আরো লাল হয়ে উঠলো।

—তবে যে বড়বাবু আমার কাছে সাড়ে তিনশো টাকার চেক নিলে—ওয়েল্, ওয়েল্—লেট্ বড়বাবু কাম ব্যাক্—বড়বাবু আসুক, আমি দেখে নেবো—

কিন্তু অফিস থেকে ফিরে এসে সে-রাতে আর ছোটবাবুর ঘুম হলো না। ভয়ে সারা শরীর কাঁপতে লাগলো। মুহূর্তের ভুলে কী কাজই না করে ফেলেছে ছোটবাবু। বড়বাবুর হাতেই তো তার চাকরি—তার জীবন-মরণ। বড়বাবুর বিরুদ্ধে বড়সাহেবের কাছে কি অমন বলা ভাল হয়েছে। ছুটি থেকে ফিরে এসে যখন বড়বাবু সব শুনবেন তখন যে তার প্রাণ বাঁচাতেই প্রাণান্ত হবে।

মনের অশান্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন ছোটবাবু বড়কাকার কাছে এসে হাজির।

বড়কাকা অফিসের কোনও লোকের তাঁর বাড়িতে এসে দেখা করা পছন্দ করেন না।

তবু মুখে কিছু না বলে জিগ্যেস করলেন—কী খবর ভাগবত ?

ছোটবাবু অনেক বিনয় করে সমস্ত ঘটনা বড়কাকাকে জানালে। তারপর বললে—আমি না জেনে অপরাধ করে ফেলেছি—আমায় ক্ষমা করুন বড়বাবু—

কথাটা শুনে বড়কাকা অনেকক্ষণ পান চিবুতে চিবুতে কি ভাবলেন। মুখ দেখে বুঝা গেল না রেগেছেন কি ক্ষমা করেছেন। খানিক পরে বললেন—তোমাকে না আমি চাকরি করে দিয়েছি ? আর তুমিই কিনা আমার নামে বড় সাহেবের কাছে চুকলি খেলে ? জানো, আমি আজই

www.BanglaBook.org
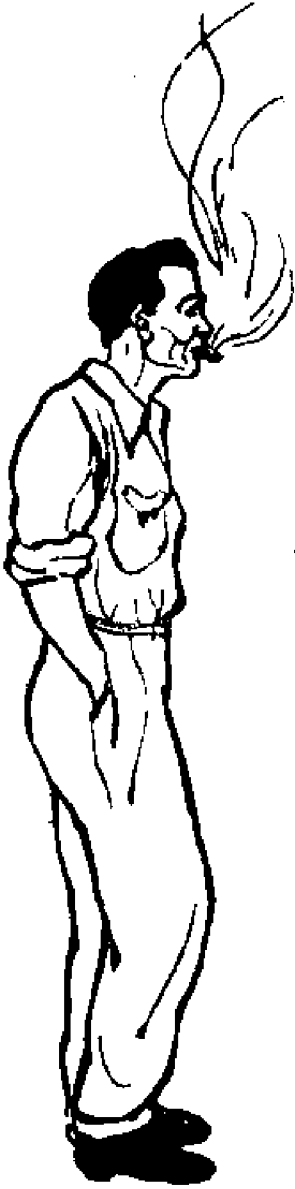
বম্পাস সাহেব

তোমার চাকরি খতম করে দিতে পারি? বেকুব কোথাকার!

ছোটবাবুর মুখে রা'টি নেই। চোখের ভাব প্রায় কাঁদো-কাঁদো—

শেষে বড়কাকা বললেন—ভদ্রলোকের ছেলে, ছাপোষা গেরস্ত মানুষ, চাকরি তোমার খাবো না, কিন্তু খবরদার এমন কাজ আর করো না—যাও,—আর একটা কথা—

ছোটবাবু চলে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়াল। তার তখন গলা থেকে কেউ যেন সবেমাত্র ফাঁসির দড়িটা খুলে নিয়েছে।

বড়কাকা বললেন—আমি কালই জয়েন্ করছি—একটা কথা তোমায় বলে রাখছি: কাল যখন সাহেব আমাকে ডাকবে, তখন তুমিও যাবে আমার সঙ্গে—সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে আমি যা তোমায় জিগ্যেস করব, তুমি চুপ করে থাকবে—আমার একটা কথারও উত্তর দেবে না—রাম, গঙ্গা, কিচ্ছু নয়—বুঝতে পেরেছ?

—যে আজ্ঞে বড়বাবু—বলে ছোটবাবু চলে গেল।

তার পরদিন সকালবেলা অফিসে যেতেই বড়সাহেব বড়কাকাকে ডেকে পাঠিয়েছে। ডাকতেই বড়কাকা চেয়ারে ঝোলানো কোটটা গায়ে পরে নিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর বড়সাহেবের ঘরের দিকে যাবার পথে একবার ছোটবাবুর দিকে কটাক্ষপাত করে বললেন—মনে আছে তো ?

বম্পাস্ সাহেব চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ছিল। বড়কাকা যেতেই সাহেব বললে—বড়বাবু, তুমি আমায় এই মাঙ্কিটা কিনে দিয়েছ কত টাকা দিয়ে ?

বড়কাকা যেন প্রশ্ন শুনে চম্‌কে উঠলেন। বললেন—কেন স্যার ?

—সাড়ে তিনশো টাকায়, নয় কি ?

—ঠিক বলেছেন স্যার। আপনার ভাগ্য ভাল তাই অত সস্তায় পেয়েছেন, পাঁচশো-ই হচ্ছে ওর উচিত দাম—নেহাত—

সাহেব হঠাৎ হাত দিয়ে টেবিলের ওপরের কলিং বেলটা ভীষণ জোরে বাজালেন। বেয়ারা আসতেই সাহেব ছোটবাবুকে ডেকে আনতে বললেন। মুখ চোখ দেখে মনে হলো সাহেব আজ রেগে লঙ্কাকাণ্ড বাধাবেন। কলিং বেলের শব্দের চোটে চেয়ারের তলার বাঁদরটা পর্যন্ত চমকে উঠেছে।

ছোটবাবু ঘরে ঢুকে সেলাম করবার আগেই বম্পাস্ সাহেব বোমার মত ফেটে পড়লো। বললে—ছোটবাবু, তুমি না বলেছিলে, এই বাঁদর তিন টাকায় কিনতে পাওয়া যায় ?

ছোটবাবুর মুখে কথা নেই !

বড়কাকাও ইংরেজীতে বল্‌লেন—উত্তর দাও—তিন টাকায় কিনে দিতে পারো ?

ছোটবাবুর মুখে কথা নেই। মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—উত্তর দাও—

ছোটবাবু তবুও চুপ।

বড়কাকা তখন সাহেবের দিকে চেয়ে বললেন—উত্তর দেবে কি করে স্যার, ও চারশো টাকায় ওই জাতের বাঁদর কিনে দিক্—চাই কি পাঁচশো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টাকার এক পয়সা কমে কিনে দিক্ ! বাঁদর সম্বন্ধে ও কি জানে স্যার—ক'টা লোক বাঁদর চেনে—

তারপর ছোটবাবুর দিকে চেয়ে বড়কাকা ইংরেজীতে বললেন—কত রকমের মাঙ্কি আছে পৃথিবীতে জানো তুমি ? বাঁদর নিয়ে দালালি করতে এসেছ, জানো কত রকমের বাঁদর ইণ্ডিয়ায় আছে ? অত সোজা নয়—

বম্পাস্ সাহেব নিজেই জানতো না। বললে—বাঁদর কি অনেক রকমের হয় বড়বাবু ? বড়বাবু বললেন—কী বলেন স্যার, বাঁদর পোষা অত সোজা নয়, পৃথিবীতে তিনশো সাঁইত্রিশ রকমের মাঙ্কি আছে—তা'র মধ্যে তেরোটা জাতের পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না, এখনও রিসার্চ চলছে ও নিয়ে—

বম্পাস্ সাহেব বললেন—আমার এ-বাঁদরটা কোন্ জাতের বড়বাবু ?

বড়কাকাকে ভাবতে হল না। বললেন—আপনার আর আমার বাঁদর হচ্ছে, 'গুপ্তিপাড়া ব্র্যাণ্ড'—ভেরী রেয়ার ব্র্যাণ্ড (very rare brand) স্যার—

তাই নাকি ?—সাহেবের মুখে হাসি ফুটলো—

বাইরে এসে বড়কাকা ছোটবাবুকে খুব একচোট নিলেন—খবরদার, এবার কিছু বললাম না—ভবিষ্যতে এমন বাঁদরামি আর কখনও সহ্য করবো না—

পটলার গল্প শুনে আমরা সবাই অবাক হয়ে গেলাম। বাঁদরের যে এত রকমের ব্র্যাণ্ড আছে—তা নিয়ে আবার রিসার্চ চলছে কে জানতো !

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লটারীর ফলাফল

মনে করো তুমি লটারীর টিকিট কিনেছ। বন্ধুবান্ধবকে জানালে যে দালাল এসে ঝুলোঝুলি করেছিল তাই তোমার এই দুর্মতি, নইলে লটারীর ওপর তোমার বিশ্বাস নেই। আরো জানালে যে পুরুষকারই হোল আসল বস্তু, ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস করে রাতারাতি বিনা আয়াসে বড়লোক হওয়ার আশা করা ক্লীবের ধর্ম······ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু মনে মনে তুমি বিশ্বাস রাখো যে হঠাৎ ঘটনাচক্রে রাম শ্যাম যদু মধুর বদলে তুমিও টাকাটা পেয়ে যেতে পারো, লেগে যদি যায় তো গেল, পেয়ে গেলে একেবারে একলাখ বা দু'লাখ···একেবারে সে টাকাটার ওপর তোমার নির্বিবাদ অধিকার! মাথার ঘাম পায়ে ফেলা টাকা নয়, ডাকাতি করা টাকা নয়, ব্যবসা নয়, চাকরি নয়, কিছুই নয়—একেবারে যাকে বলে আকাশ ফুঁড়ে টাকা হাতের মুঠোয় আসা! তারপর শুয়ে বসে ঘুমিয়ে জেগে যেমন ভাবে ইচ্ছে পায়ের ওপর পা তুলে সে টাকা খরচ করো—কেউ আর বারণ করতে যাচ্ছে না, বাধা দিতে যাচ্ছে না। আমাদের ফলাহারী পাঠকের সেই দশা হয়েছিল—

বললাম—ফলাহারী পাঠক কে দাদু?

দাদু ভড়ুক ভড়ুক করে গড়গড়ায় তামাক টানতে টানতে বললেন—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে ফলাহারী পাঠককে তোমরা চেন না, সে হোল পুলিশ আদালতের মুহুরী; ছোটবেলায় বাপের সঙ্গে মুঙ্গের জেলা থেকে কলকাতায় এসেছিল দারোয়ানী কাজ শিখতে। বাপ ছিল ইয়া ষণ্ডা গুণ্ডা চেহারার—ছেলেটার যে কেমন করে অমন প্যাকাটির মত চেহারা হোল কে জানে, ছাতু খেয়ে হজম করতে পারে না তা' লাঠি ঘোরাবে কি, কুস্তি করবে কি! নিমপাতা মাখা কুস্তীর আখড়ায় তার বাপ একদিন তাকে ফেলে মাটি মাখিয়ে দিলে, তারপর শীতকালের ঠাণ্ডা লেগে এমন নিউমোনিয়া হোল যে একমাস আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি। তারপর থেকে বাঙালীর মত সরুচালের ভাত, কাঁচকলা আর শিঙ্গিমাছের ঝোল আর গোঁড়া লেবু এই খেতে দেওয়া হোল। ছাতু হজম হয় না, ছোলা ভিজানো হজম হয় না, একটু গা খুললে সর্দি লাগে, বৃষ্টিতে ভিজলে জ্বর হয়—হিন্দুস্থানীর ছেলে ফলাহারী পাঠক বাঙলা দেশে এসে একেবারে স্রেফ বাঙালী হয়ে গেল। বাপ দেখলে ওর দ্বারা দারোয়ানের কাজ পোষাবে না—তাই লেখা-পড়া শেখাতে লাগলো, যদি কেরানীগিরি পায় শেষকালে বাবুদের অফিসে। কিন্তু ফলাহারী পাঠকের কপালের লিখন কে ঘোচাবে! ফলাহারী পাঠক পুলিশ আদালতের মুহুরী হোল।

ফলাহারী পাঠকের বিয়ে হোলো, ছেলে হোল, সংসার হোল কিন্তু নিজে সেই প্যাকাটিই রয়ে গেল। সে যা' হোক্—দিন একরকম করে কাটছে ফলাহারীর; এমন সময় ফলাহারীর নামে লটারীতে এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা উঠলো!

টিকিটটা ফলাহারী কিনেছিল দৈবাৎ বলা যায়।

নিবারণ উকিল জোর করে সবাইকে একটা করে গছিয়েছিল। ফলাহারী একটা মকর্দমায় আসামীর কাগজপত্র নিয়ে সেখানে এসেছিল উকিলের খোঁজে। আসা মাত্র নিবারণ উকিল চেপে ধরেছে। বলে—কিনতেই হবে তোমাকে ফলাহারী। ফলাহারী বলেছিল—অত টাকা নেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফলাহারী পাঠক

আমার—আমার কি আর সে-রকম কপাল উকিলবাবু, তা' হলে কি আর কোর্টের মুহুরী হই আজ ?

নিবারণ উকিলই প্রথমে ফলাহারী পাঠকের হয়ে টাকাটা নিজের পকেট থেকে দিয়ে দিয়েছিল ; তারপরের মাসে ফলাহারীর কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছিল।

প্রথমে খবরটা আসে যখন, তখন ফলাহারী কোর্ট থেকে ফেরেনি। ফলাহারীর বড় ছেলে ব্রিজনাথ অফিস থেকে সরে এসেছে এমন সময় 'তার' এল। ব্রিজনাথ তো তারটা ছিঁড়ে পড়লে। পড়ে চমকে গেল। খবর আছে যে ফলাহারীর নামে ঘোড়া উঠেছে। ব্রিজনাথ খবরটা নিয়ে চুপি চুপি গিয়ে মাকে বললে।

ব্রিজনাথ বললে—এখন যদি বাবাকে খবরটা জানাই তা হলে বাবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যা দুর্বল হার্ট,—বাবা হয়ত তালসামলাতেই পারবে না। তার চেয়ে খবরটা চেপে যাওয়াই ভালো—

ছেলে আর মা'তে পরামর্শ করে ঠিক হোল ফলাহারী পাঠককে উপস্থিত কিছুই জানানো হবে না।

কিছুদিন পরে পাকা খবর এল ফলাহারী পাঠকের ঘোড়াই প্রথম হয়েছে। ফলাহারী পাঠক এখন একলক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকার মালিক।

এবারও ব্রিজনাথ খবরটা পেয়ে বাপকে আর কিছুই জানালে না। কিন্তু ভারি মুশকিলে পড়লো। একলক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা! চালাকির কথা নয়! বাপের হার্ট যা দুর্বল! ছোট বেলা থেকে প্যাকাটির মত চেহারা। বড় হয়ে চেহারা ভাল হওয়া দূরের কথা, আরো প্যাকাটিপানা হয়ে গেছে। তা' ছাড়া নেহাত কোর্টে না গেলে নয় তাই যাওয়া, নইলে ডাক্তার কোন কারণেই বেশী উত্তেজিত হতে বারণ করে দিয়েছে। কোর্ট থেকে এসেই ফলাহারী শুয়ে পড়ে। ব্রিজনাথ 'তার' পাবার দিন থেকেই বাবাকে আর কোর্টে যেতে দেয় না! বলে—না, আর বুড়ো বয়েসে আপনাকে আর খাটতে হবে না, আমরা রয়েছি কি করতে।

ফলাহারী পাঠককে ঘরে তো বন্ধ করে রাখা হোল। কারুর সঙ্গে আর দেখা করতে দেয় না ব্রিজনাথ। ব্রিজনাথও ছুটি নিয়েছে। শেষকালে কেউ এসে সুখবরটি দিয়ে যাক ফলাহারী পাঠককে, আর ফলাহারী পাঠক সঙ্গে সঙ্গে হার্টফেল করুক।

এই তো সেদিন পুণায় এক গাড়োয়ান ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল —হঠাৎ তার এক বন্ধু তাকে জানালে সে চল্লিশ হাজার টাকা পেয়েছে লটারীতে: আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়োয়ান গাড়ি থেকে মাটিতে পড়ে অক্কা! গরীব লোক একসঙ্গে চল্লিশ হাজার টাকার কল্পনা করতেও পারেনি।

আর একটা ঘটনা ঘটেছিল এক অফিসের চাপরাশির। চাপরাশির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাছে যেই খবর এল সে লটারীতে কতহাজার টাকা পেয়েছে অম্‌নি অজ্ঞান, আর জ্ঞান হয় না, শেষে মাথায় জল বরফ দেবার পর আবার জ্ঞান হোল বটে, কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে গেল চিরদিনের মত! টাকা তাকে আর ভোগ করতে হোল না।

এই রকম কত ঘটনা ব্রিজ্‌নাথ জানে।

একবার এক রেল অফিসের পিওনের নামে উঠেছিল সাঁইত্রিশ হাজার টাকা। অফিসের সাহেবের কাছে খবরটা প্রথম আসতেই সাহেব পিওন-টাকে ডেকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে আচ্ছা করে কষে চাবুক মারতে লাগলো। মারতে মারতে যখন সারা গায়ে দরদর করে রক্ত ঝরছে, উঠে দাঁড়াতে পারে না, তখন সাহেব পিওনটাকে তার টাকা পাওয়ার কথা জানালো। পিওন অবাক্ হয়ে জিগ্যেস করলে—সাহেব আমাকে অত মারলে কেন? সাহেব বললে—ব্যাটা তোকে অত মারলুম বলেই তুই বেঁচে গেলি, নইলে তুই যে মারা যেতিস্।

এই রকম সব হাজার হাজার গল্প ব্রিজ্‌নাথের জানা আছে। ব্রিজ্‌-নাথের অফিসের লোকেদের মুখে মুখে চলে। একলাখ সাতষট্টি হাজার টাকা। ফলাহারী পাঠক কখনও এত টাকার স্বপ্নও দেখেনি। সুতরাং একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয়।

ফলাহারীকে ব্রিজ্‌নাথ চোখে চোখে সারাদিন রাখে। বাড়ির বাইরে যেতে দেয় না—কোন্ ফাঁকে বাইরে গিয়ে কথাটা শুনে ফেলুক আর হার্টফেল করুক আর কি! তা ছাড়া দেশময় সবাই খবরটা জেনে গেছে। জানবার পর থেকেই গাদা গাদা লোক আসছে দিনরাত। ইন্সিওরেন্স্ দালাল আসছে, ব্যাঙ্কের লোক আসছে, ইঞ্জিনিয়ার আসছে, কনট্রাকটার আসছে, শেয়ার-দালাল আসছে, আত্মীয় আসছে, অনাত্মীয় আসছে—হৈ হৈ ব্যাপার। কিন্তু ব্রিজ্‌নাথ হুঁশিয়ার! দিনরাত দরজায় খিল আঁটা। কারোর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নয়! বাড়িতে খবরের কাগজ আসা বন্ধ। কি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানি খবরের কাগজেই যদি খবরটা বেরোয় আর ফলাহারী পাঠক সেটা পড়ে ফেলে দৈবাৎ।

কিন্তু এমন করে আর কতদিনই বা চেপে রাখা যায়! আর দু'এক-দিনের মধ্যেই তো টাকাটা এসে যাবে। তখন ফলাহারী জানবেই! কিন্তু তার আগেই একটা কিছু মতলব বার করতে হবে।

ও-পাড়ার নকুলেশ্বর বহুদিনের হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। ফলাহারী পাঠকের বাড়ি চিকিৎসা করে। তাকে ব্রিজ্‌নাথের খুব বিশ্বাস। শেষ পর্যন্ত ব্রিজ্‌নাথ তার সঙ্গেই পরামর্শ করবে ঠিক করলে।

তোমরা মনে করছ হোমিওপ্যাথি ডাক্তার আবার লটারীর টিকিটের সম্বন্ধে কি পরামর্শ দেবে! কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে সারে না এমন রোগই নেই! তা'ছাড়া নকুলেশ্বর ডাক্তার সাঁচ্চা লোক! ব্রিজ্‌নাথের যেবার সেই অদ্ভুত রোগটা হয়েছিল—মুখের বাঁ দিকটা কেবল ঘেমে উঠতো! ডানদিকে শুকনো খটখটে খড়ি উঠছে—আর বাঁদিকটা একেবারে ঘামে জব্‌জবে! সে এক অদ্ভুত রোগ—ইণ্ডিয়াতে ও-রোগ ব্রিজ্‌নাথেরই প্রথম। ও-কেস্ নাকি হ্যানিম্যানের কেতাবেও নেই। চিলিতে ওই রকম কয়েকটা রোগী দেখতে পাওয়া গেছে। কিন্তু নকুলেশ্বর কী একটা ওষুধ দিয়ে তের-দিনের মধ্যে সে-রোগ সারিয়ে দিলে। ব্রিজ্‌নাথ সেই দিনই প্রথম নকুলেশ্বর ডাক্তারের গুণ বুঝতে পেরেছে। অদ্ভুত লোক এই নকুলেশ্বর ডাক্তার—রোগ সারাবার দিকেই তার লক্ষ্য—টাকার ওপর মোটেই লোভ নেই।

সব শুনে নকুলেশ্বর ডাক্তার বললে—কিছু ভয় নেই, আমি সব ঠিক করে দেব—বলে মোটা মোটা গোটাকতক বই ওল্টাতে লাগলো। অনেকবার চশমাটা খুলে লাগিয়ে বইগুলো রাখলে, তারপর ব্রিজ্‌নাথকে জিগ্যেস করলে—বাবার কখনও সর্দি হয়েছে?

সর্দি ফলাহারী পাঠকের কতবার হয়েছে—কার না হয়ে থাকে! ব্রিজ্‌নাথ বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ ডাক্তারবাবু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—আচ্ছা সর্দি হলে চোখ দিয়ে জল পড়ে ? জিজ্ঞেস করলে নকুলেশ্বর ডাক্তার।

—হ্যাঁ পড়ে! বল্লে ব্রিজ্‌নাথ।

—পড়তেই হবে—নকুলেশ্বর বললে। তারপর খানিক ভেবে বললে—বাঁ চোখ দিয়ে পড়ে, না ডান চোখ দিয়ে পড়ে ?

—তা' তো জানি না ডাক্তারবাবু—ব্রিজ্‌নাথ অনেক ভেবেও মনে করতে পারলে না।

অনেকক্ষণ ভাবার পর নকুলেশ্বর বললে—আচ্ছা একটা কথা বলো দিকিনি ব্রিজ্‌নাথ—তোমার বাবাকে রাত্রে ঘুমোতে দেখেছ তো!

ব্রিজ্‌নাথ কি উত্তর দেবে ভেবে পেলে না। আজকাল তো ব্রিজ্‌নাথ বাবার পাশেই ঘুমোচ্ছে। নকুলেশ্বর যদি জিগ্যেস করে তার বাবা ঘুমোবার সময় আগে বাঁ চোখ বোঁজেন না ডান চোখ বোঁজেন, তা হলে সে কি জবাব দেবে ভাবতে লাগলো।

কিন্তু নকুলেশ্বর সে প্রশ্নের ধার দিয়ে গেল না। বললে—বাঁ পাশ ফিরে শোন তোমার বাবা, না ডান পাশ ফিরে শোন্—জানো ?

অনেক ভেবে ব্রিজ্‌নাথ বললে—সারা রাতই বাবা এ-পাশ ও-পাশ করেন—

—না তোমার দ্বারা হবে না—নকুলেশ্বর হাল ছেড়ে দিলে। ফলাহারী পাঠককে নিজে না দেখলে ট্রিটমেন্ট হবে না। রোগী রইল সাত মাইল দূরে, তা করে কি চিকিৎসা চলে ?

শেষ পর্যন্ত নকুলেশ্বর ডাক্তার ব্রিজনাথের সঙ্গে ফলাহারী পাঠকের বাড়িতে এল। ব্রিজনাথকে নকুলেশ্বর বুঝিয়ে দিয়েছে—তোমরা কিছু ভেবো না, অনেক রোগী ঘেঁটে ঘেঁটে আমাদের সব জানা হয়ে গিয়েছে, তোমার বাবাকে ঠিক আমি শক্ত করে দেব, আমরা ডাক্তার মানুষ—রোগীকে কি করে চাঙ্গা করতে হয় আমরা জানি—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফলাহারী ডাক্তারবাবুকে দেখে অবাক্ হয়ে গেল। বললে—একি ডাক্তারবাবু, আপনি ?

নকুলেশ্বর

—এই এলাম দেখতে, কেন আসতে নেই—এই যাচ্ছিলাম এই রাস্তা দিয়ে—বলে' নকুলেশ্বর ডাক্তার বসলো তক্তপোশের ওপর।

তারপর অনেক গল্প করতে লাগলো ফলাহারী পাঠক! কিন্তু নকুলেশ্বর ডাক্তার ভেতরে ভেতরে দেখছে ফলাহারী পাঠককে! হঠাৎ খপ্ করে লটারীর কথাটা পাড়লে চলবে না। বেশ আস্তে আস্তে সইয়ে সইয়ে কথাটা তুলতে হবে। দুর্বল হার্ট ফলাহারী পাঠকের —একটু তাড়াতাড়ি করলেই হার্টফেল।

অনেকক্ষণ কথা বলার পর নকুলেশ্বর ডাক্তার বললে—এবার ভাবছি পাঠক মশাই একটা লটারীর টিকিট কিনবো—বড় টানাটানি, আর চালাতে পারছিনে—

ফলাহারী পাঠক বলে উঠলো —আমি একটা কিনেছি ডাক্তার-বাবু। নকুলেশ্বর ডাক্তার বললে—কিনেছেন নাকি ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—হ্যাঁ, নিবারণ উকিলের ঝুলো-ঝুলিতে কিনেছি একটা, কিন্তু ওঠেনি বোধহয়, উঠলে এতদিনে খবর পেয়ে যেতুম—আর আমাদের কপালে আসবে না তা' জানতুম—

নকুলেশ্বর সোজা হয়ে বসলো। এই সুযোগ। বললে—ধরুন যদি আপনার নামে একটা টিকিট উঠলো—

ফলাহারী পাঠক বললে—কি যে বলেন ডাক্তারবাবু—আমার আবার তেমনি কপাল নাকি—নইলে পুলিশ আদালতের মুহুরী হয়ে জীবন কাটাই—

—আহা, ধরুন একটা লাস্ট প্রাইজ পেলেন আপনি—বললে নকুলেশ্বর ডাক্তার।

—লাস্ট প্রাইজ, কত টাকা? উৎসুক হয়ে জিগ্যেস করলে ফলাহারী পাঠক।

—এই ধরুন আড়াই হাজার—

—আড়াই হাজার টাকায় আর কি হবে, অনেক দেনা হয়ে গিয়েছে, কিছু শোধ হয় তাতে—তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বললে ফলাহারী।

—ধরুন, থার্ড প্রাইজ পেলেন, চল্লিশ হাজার—এক ধাপ উঠলো নকুলেশ্বর।

—তা' হলে একটা বাড়ি করি, দেখছেন না, ভাড়া বাড়িতে থাকি, ছাদ দিয়ে জল পড়ে বর্ষাকালে, বাড়িওয়ালা সারাতে বললেও সারায় না। একটা বাড়ি-টাড়ি সন্ধানে আছে আপনাদের ওদিকে—অর্থাৎ একটু উৎফুল্ল দেখা গেল ফলাহারী পাঠককে।

এইবার আর এক ধাপ উঠলো নকুলেশ্বর। একটু একটু করে সওয়াতে হবে কিনা!

নকুলেশ্বর জিগ্যেস করলে—ধরুন, সেকেণ্ড প্রাইজ, আশি হাজার টাকা পেলেন, তখন কি করবেন?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নকুলেশ্বর ভালো করে চেয়ে দেখলে ফলাহারী পাঠকের মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ফলাহারী পাঠক বললে—অত টাকা কি আর কোনও দিন পাবো ডাক্তারবাবু—তা' ধরুন যদি পাই-ই, ব্যাঙ্কে রেখে দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করে বসে বসে সুদ খাবো—বলেই হো হো করে হেসে উঠলো ফলাহারী—

এইবার শেষ ধাপ। কিন্তু তবু নকুলেশ্বরের মনে হোল যেন অনেকটা ভয় কেটে গেছে। ফলাহারীর মুখে কোনও রকম ভাবান্তরের চিহ্ন নেই।

নকুলেশ্বর শেষ কোপ্ মারলে—

—আচ্ছা ধরুন, যদি আপনি ফার্স্ট প্রাইজ পান—একেবারে একলক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা—

কথাটা শুনে ফলাহারী হো হো হো করে হেসে উঠলো, সে হাসির চোটে ফলাহারীর গর্তের ভেতর ঢোকা চোখ দুটো বেরিয়ে আসতে লাগলো, গলার শিরগুলো ফুলে উঠতে লাগলো। নকুলেশ্বরের মনে হোল যেন ফলাহারী হাসতে হাসতে এখনি দম আটকে মারা যাবে! কিন্তু না ফলাহারী সামলে নিয়েছে খুব জোর।

হাসি থামার পর ফলাহারী তখনও দম টানছে। নকুলেশ্বর নিশ্চিন্ত হোল। যাক্ এযাত্রা নকুলেশ্বরের জন্যে ফলাহারী বেঁচে গেল।

নকুলেশ্বর জিগ্যেস করলে—একলক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা পেলে আমায় খাইয়ে দেবেন তো ?

ফলাহারী বললে—আমাদের ভাগ্য অত ভাল নয় ডাক্তারবাবু, একলক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা পেলে সব আপনাকে দিয়ে দেব—এই কথা দিচ্ছি ব্রাহ্মণ হয়ে—

যাঁহাতক না এই কথা শোনা নকুলেশ্বর ডাক্তার হঠাৎ তক্তপোশের ওপর থেকে ধপাস করে নিচে মেঝের ওপর পড়ে গেল।

ব্রিজ্‌নাথ, ব্রিজ্‌নাথ—চিৎকার করে উঠলো ফলাহারী পাঠক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্রিজনাথ পাশের ঘরেই ছিল; ঘরে এসে দেখে নকুলেশ্বর ডাক্তার অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ফলাহারী পাঠক অতটাকা পাওয়ার আনন্দটা ধাপে ধাপে উঠেছিল বলে হজম করতে পেরেছিল কিন্তু নকুলেশ্বর ডাক্তার আর প্রস্তুত হবার সময় পায়নি। হঠাৎ টাকা পাওয়ার আনন্দে অজ্ঞান হয়ে গেল……

গল্প শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলুম। বললুম, সত্যি দাদু সত্যি ঘটনা! গম্ভীর ভাবে গড়গড়া টানতে টানতে দাদু বললেন, আমি তখনই জানি এ-গল্প তোমরা বিশ্বাস করবে না, আজকালকার ছেলে তোমরা, ভগবান বিশ্বাস কর না, ভূত বিশ্বাস কর না…

কথা না শেষ করে দাদু আবার গড়গড়ায় টান দিতে লাগলেন।

*** সমাপ্ত ***

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG